NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ রাজ্যের সংশোধনাগারগুলিতে ‘হাই অ্যালার্ট’ জারি কমিশনের

স্ট্র্যান্ড রোডে অস্ত্র-সহ নাবালক আটক, উদ্ধার একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ ৩

কলকাতা ৯ এপ্রিল ২০২৬ ২৫ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২৯৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.04.2026, Vol.19, Issue No. 297, 8 Pages, Price 3.00

বৈঠকের মধ্যেই অপসারিত পর্যবেক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বার নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত পর্যবেক্ষককেই সরিয়ে দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। কমিশন সূত্রে খবর, তাঁর দায়িত্বে ক'টি বুথ আছে, সে সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল নন ওই পর্যবেক্ষক। এগুলি সাধারণ বিষয়। সেই সব বিষয়ে অবগত না-হওয়ায় তাঁর উপর রুষ্ট হন জ্ঞানেশ। সঙ্গে সঙ্গে ওই পর্যবেক্ষককে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

যদিও অপসারিত আধিকারিক নিজের অবস্থান জানাতে গিয়ে বলেন, '২৫ বছর ধরে পরিষেবায় আছি, কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলছি।' তবে সেই যুক্তি আমলে নেয়নি কমিশন, এরপরই ওই আমলাকে জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট নির্দেশ দেন, 'গো ব্যাক টু হোম'।

পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের জন্য ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিল কমিশন। বুধবার তাঁদের সকলের সঙ্গে বৈঠক করেন জ্ঞানেশ। সেই বৈঠকেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ভর্ৎসনার মুখে পড়েন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক অনুরাগ যাদব। প্রশ্ন তোলেন অনুরাগের ভূমিকা এবং দায়িত্বজ্ঞান নিয়েও।

কমিশন সূত্রে খবর, পর্যবেক্ষক হিসাবে বেশ কিছু দিন পশ্চিমবঙ্গে আছেন অনুরাগ। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন। কিন্তু ওই কেন্দ্রে কতগুলি বুথ আছে, তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই তাঁর। জ্ঞানেশের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি অনুরাগ। এই অবস্থায় তিনি কী ভাবে নির্বাচনে দেখভাল করবেন, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন জ্ঞানেশ। তার পরই অনুরাগকে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

পর্যবেক্ষক নিয়োগের সময় কমিশন জানিয়েছিল, যাঁদের যে কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁদের ১৮ মার্চের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছে যেতে হবে। সেই নির্দেশমতো পর্যবেক্ষকেরা নির্দিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রে গিয়ে দায়িত্ব নিয়েছেন। কমিশন জানিয়েছিল, নিজেদের এলাকায় পৌঁছেই যোগাযোগের ঠিকানা প্রকাশ্যে আনবেন তাঁরা, যাতে যে কেউ যে কোনও প্রয়োজনে পর্যবেক্ষকদের সাহায্য পেতে পারেন। সেই মতো পর্যবেক্ষকেরা কাজও শুরু করেছেন। কমিশনের নির্দেশ, প্রার্থী, রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকের জন্য প্রতি দিন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যবেক্ষকদের ফাঁকা রাখতে বলেছিল কমিশন। নির্বাচন প্রক্রিয়া অবাধ, শান্তিপূর্ণ এবং পক্ষপাতহীন ভাবে হচ্ছে কি না, তার উপরে নজর রাখছেন পর্যবেক্ষকেরা।

মনোনয়ন পেশ করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরকার গড়ব আমরা: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দিয়ে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেই লড়াইয়ের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'ভবানীপুরেই আমার ধর্ম, কর্ম, এখানেই ছিলাম, আছি। ভবানীপুর আমার সবকিছু।' একই সঙ্গে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী সুরে জানান, 'সরকার আমরাই গড়ব।' মনোনয়ন জমার পরই তাঁর পরবর্তী কর্মসূচির কথা জানিয়ে বলেন, আরামবাগ, বলাগড়, শ্রীরামপুরে সভা রয়েছে এবং টানা প্রচার চলবে।

ভোটার তালিকা নিয়েও সরব হন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর দাবি, ১ কোটি ২০ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩২ লক্ষ নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাকি প্রায় ৫৮ লক্ষ আবেদন এখনও খোলা হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর কথায়, ডুপ্লিকেট নাম বাদ যেতে পারে, কিন্তু যাঁরা বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছেন, তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, এমন নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট আগেই দিয়েছে। তা না হলে তাঁরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন মমতা। এ বিষয়ে তিনি ফের আইনি পদক্ষেপ করবেন বলেও জানান।

সকাল পৌনে ১১টা নাগাদ নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটেই আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিল বিশাল মিছিল। হাজরা থেকে আলিপুর পর্যন্ত কার্যত জনজোয়ার দেখা যায়। নেতা-কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ, সবাই 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুখর ছিলেন। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে নমস্কার জানিয়ে অভিবাদন গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

ডেরেকের 'গেট লস্ট', পালটা তির কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: দিল্লিতে নির্বাচন সদনে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে তৃণমূলের বৈঠক ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজধানীর রাজনীতি। তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্য তথা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন দাবি করেন, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার তাঁদের 'গেস্ট লস্ট' বলে কমিশন থেকে বার করে দিয়েছেন। তৃণমূলের এই দাবি নিয়ে সরাসরি কিছু না-বললেও কমিশন পাল্টা দাবি করে, বৈঠকের সময় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্যেরা চিৎকার-চেঁচামেচি করছিলেন।

কমিশনের সদর দপ্তর থেকে বেরিয়ে তৃণমূলের অভিযোগ, বৈঠকে ছ'টি বিষয় উল্লেখ করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু কথা শুরু হওয়ার কিছু ক্ষণের মধ্যেই জ্ঞানেশ সকলকে বেরিয়ে যেতে বলেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ডেরেক বলেন, 'উনি জানেন না কার সঙ্গে খেলছেন। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল।' তাঁর দাবি, 'বৈঠকে কিচ্ছু হয়নি। একটাও কথা বলেনি। আমি বলছি, বৈঠকে কোনও কথা হয়নি। উনি নিজের সঙ্গে কথা বলেছেন।'

বিবেচনাধীন তালিকা থেকে ২৭ লক্ষের বেশি নাম বাদ পড়েছে। মঙ্গলবার হিসাব দিয়ে জানায় নির্বাচন কমিশন। তার পরই পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল জানায়, তারা দিল্লির নির্বাচন সদনে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করবে।

অবশেষে জেলমুক্তি সুদীপ্ত সেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সব মামলায় জামিন পেয়ে জেল থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন সারদাকর্তা সুদীপ্ত সেন। ১২ বছর ১১ মাস জেলবন্দি তিনি। বর্তমানে প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন। ঘটনাচক্রে, আর কয়েক দিন বাদেই রাজ্যে ভোট। তার আগে সারদাকর্তার মুক্তির বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সারদাকর্তার জামিন মামলায় রাজ্যকে তুলোধনা করে কলকাতা হাইকোর্ট। ভর্ৎসনা করা হয় সিবিআইকেও। তার পর রায়দান স্থগিত রাখে আদালত। তার পর বুধবারই আটকে থাকা মামলায় জামিন দিল আদালত।

হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার রায় ঘোষণা করে তাঁকে রাজ্য পুলিশের হাতে থাকা দু'টি মামলায়

জামিন দিয়েছে। ফলে তাঁর জেল থেকে বেরোনোর কোনও আইনি বাধা রইল না। তবে জামিনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে আদালত। সম্ভবত আজই জেল থেকে ছাড়া পাবেন রাজ্যে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে প্রধান অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেন।

আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, মামলার বর্তমান অবস্থা দেখে আদালত মনে করছে অভিযুক্তকে জামিন দেওয়া উচিত। এত দিন বিচার ছাড়া জেলে রাখা অন্যায়। রাষ্ট্রের ভুলের জন্য কোনও আসামিকে শাস্তি দেওয়া যায় না। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, এই মামলাটি বিচার ব্যবস্থার ব্যর্থতা। অভিযুক্তকে ১০ বছরেও কাগজ না দেওয়া গুরুতর ভুল। মামলার নথি হারানো অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অভিযুক্তের দ্রুত বিচারের অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে। যেখানে বিচার শুরুই হয়নি সেখানে কাউকে বিনা বিচারে ১৩ বছর জেলে রাখা আদালত মনে করছে অত্যন্ত বেশি। সাজা ছাড়াই শাস্তি পেয়ে গিয়েছেন অভিযুক্ত। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, ৩৮৯টির মধ্যে ৩৮৭টিতে জামিন পেয়ে গিয়েছেন। বাকি দু'টিতে জামিন না দেওয়া অযৌক্তিক। হাইকোর্টের রায়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জামিন পাওয়া উচিত।

‘দিল্লি থেকে সরাব’

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: 'বাংলা ওদের টার্গেট। আমাদের টার্গেট দিল্লি। বাংলা টার্গেট করতে গিয়ে দিল্লিও হারাবেন। আমরা বাংলা জয় করে দিল্লি থেকে ওদের সরাবো। কারণ দেশটাকে ওরা শেষ করে দিয়েছে।' আরামবাগের কালীপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্সের জনসভা থেকে নাম না করে বিজেপিকে তোপ তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বুধবার ভবানীপুরের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরামবাগে নির্বাচনী জনসভা করেন। আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মিতা বাগ এবং গোঘাটের প্রার্থী নির্মল মাজির সমর্থনে সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে অমিত শাহের নাম না-করে তৃণমূল নেত্রীর তোপ, 'মোটাভাই যাঁর বাড়িতে ভাত খেয়েছিলেন, তাঁর নামও বাদ দিয়ে দিয়েছে।' এদিনও মমতা বলেন, 'ভুলে যান কে প্রার্থী? সব কাজ আমি দেখবো।' মঞ্চ থেকে তিনি এসআইআর-র নাম বাদ প্রসঙ্গে আবারও কোর্টে যাওয়ার কথা বলেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর প্রশ্ন, কেন ট্রাইব্যুনালে আবেদন করার সুযোগ না-দিয়ে প্রথম দফার ভোটে ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' করে দেওয়া হল? তিনি বলেন, 'আইনজীবী হিসাবে আমার মনে হয়, আবার আমাদের কোর্টে যাওয়া উচিত। ৩২ লক্ষ লোকের নাম তুলেছি কোর্টে কেস করে। এর প্রভাব ভোট বাক্সে পড়বে না।

দু'সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি

ওয়াশিংটন, ৮ এপ্রিল: আপাতত দু'সপ্তাহের জন্য ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে আমেরিকা! বুধবার ভোরে (ভারতীয় সময়) ট্রুথ স্যোশালের পোস্টে যুদ্ধবিরতির কথা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর কথায়, 'ইরানে এখনই সেনা পাঠাচ্ছি না। বোমা ফেলব না।'

৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, মঙ্গলবার রাত ৮টার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী। ভারতীয় সময়ে বুধবার সকাল সাড়ে ৬টা) মধ্যে যদি ইরান হরমুজ প্রণালী খুলে না-দেয় তবে তেহরানকে নরকে পাঠানো হবে। তবে সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করলেন তিনি। এ-ও জানান, এই যুদ্ধবিরতি দু'তরফেই! অর্থাৎ, আপাতত ইরান বা আমেরিকা, দু'দেশই সামরিক অভিযান বন্ধ রাখবে। একই সঙ্গে জানালেন, কার মধ্যস্থতায় সম্ভব হল এই যুদ্ধবিরতি।

ট্রাম্প আরও জানান, তেহরানের থেকে একটি ১০ দফা প্রস্তাব পেয়েছেন, যা একটি অত্যন্ত কার্যকর সূচনা। তবে তিনি জোর দিয়ে জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী অবিলম্বে, সম্পূর্ণ এবং নিরাপদে খুলে দেওয়ার বিষয়ে ইরান রাজি হয়েছে।

ট্রাম্প তাঁর পোস্টে প্রথমেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, শাহবাজ এবং মুনিরের দেওয়া প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট মতে, ইরানের সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছোনোর জন্য এই সময়সীমা ব্যবহার করা হবে। কেন তিনি যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ট্রাম্প তিনি লিখেছেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই সমস্ত সামরিক লক্ষ্য পূরণ করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা অতিক্রমও করেছি। ইরানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি সংক্রান্ত একটি চূড়ান্ত চুক্তির পথে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি।'

বঙ্গে আজ মোদীর সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আবহে আবারও রাজ্যের মাটিতে জনসভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজকে আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে তাঁর সভাকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে প্রস্তুতি। মাঠজুড়ে তৈরি হয়েছে বিশাল অবকাঠামো, যাতে আবহাওয়ার প্রতিকূলতা কোনওভাবেই জনসমাগমে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

জেলা বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই সভাকে ঘিরে ব্যাপক সাড়া মিলছে বিভিন্ন বিধানসভা এলাকা থেকে। সংগঠনের এক শীর্ষ নেতা বলেন, 'এটি শুধু একটি সভা নয়, রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলবে। এক লক্ষের বেশি মানুষের সমাগম হবে বলে আমরা আশা করছি।'

প্রচণ্ড গরমের পাশাপাশি সম্ভাব্য বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে সভাস্থলে ছাউনি তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি থাকছে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসা শিবির এবং একাধিক অ্যাম্বুল্যান্স। আয়োজকদের কথায়, 'মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। প্রতিটি ব্লক থেকে স্বেচ্ছাসেবক রাখা হচ্ছে, যাতে কেউ সমস্যায় না পড়েন।' সভাস্থল বেছে নেওয়ার কারণও স্পষ্ট করেছেন সংগঠকরা।

তাঁদের বক্তব্য, 'পোলো গ্রাউন্ড শহরের কেন্দ্রে, তাই যাতায়াত সহজ। এর আগেও এখানে সফল সভা হয়েছে।' ভোটের মুখে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ যে আরও বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

কাল প্রকাশ ‘সংকল্পপত্র’

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই বাংলায় ঘাসফুল শিবিরের জনমোহিনী প্রকল্পের পাল্টা কৌশল সাজাচ্ছে বিজেপি। আগামী ১০ এপ্রিল কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে দলের নির্বাচনী ইস্তেহার তথা 'সংকল্পপত্র' প্রকাশিত হবে, যা রাজ্যের নারী ও যুব সমাজকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের তুলনায় বড় অঙ্কের আর্থিক সহায়তা এবং কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে বড়সড় ফাটল ধরাতে চাইছে পদ্ম শিবির।

জনৈক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, 'বাংলার ভোটে এখন উন্নয়ন নয়, জনমোহিনী প্রকল্পের লড়াই চলছে। শাহের হাত দিয়ে বড় অঙ্কের ভাতার প্রতিশ্রুতি

এলে তা শাসক দলের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলবে নিশ্চিত।' দুর্নীতিমুক্ত সুশাসনের বার্তাকে সামনে রেখে এই 'সংকল্পপত্র' তৃণমূলের কফিনে শেষ পেরেক হবে বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। দলের এক শীর্ষ নেতার কথায়, 'আমরা কেবল স্বপ্ন দেখাই না, মোদীর গ্যারান্টি মানেই কাজের বাস্তবায়ন। ১০ তারিখের সংকল্পপত্রই হবে তৃণমূলের অপশাসনের বিদায়ঘণ্টা।'

আজ ভোট তিন প্রান্তে

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে। আজ একসঙ্গে তিন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা নির্বাচন। ভোট গ্রহণ হতে চলেছে অসম, কেরলম ও পুদুচেরিতে। তিন রাজ্য মিলিয়ে মোট ২৯৬ আসনে নির্বাচন হবে। কেরলমে মোট ১৪০টি আসনে নির্বাচন হবে। অসমে ১২৬টি আসনে নির্বাচন হবে এবং পুদুচেরিতে ৩০টি আসনে ভোট গ্রহণ হবে। ভোটের ফলপ্রকাশ হবে আগামী ৪ মে। কেরলে ১৪০ আসনে ভোট। মূল লড়াই সিপিআই(এম)-র নেতৃত্বাধীন এলডিএফ বনাম কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ এবং বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র লড়াই। অসমে ফের একবার লড়াই বিজেপি বনাম কংগ্রেসের।

রক্ষা অধীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। মুর্শিদাবাদের কান্দি থেকে প্রচার সেরে ফেরার পথে তাঁর গাড়ির কনভয়ে আচমকাই একটি ট্রাক ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন দলের মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান কেতন জয়সওয়াল। সূত্রের খবর, কান্দি থেকে ফেরার সময় হঠাৎ একটি দ্রুতগতির ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অধীরের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসে। ট্রাকটি সোজা গিয়ে সামনে থাকা এসকর্ট গাড়ির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে।

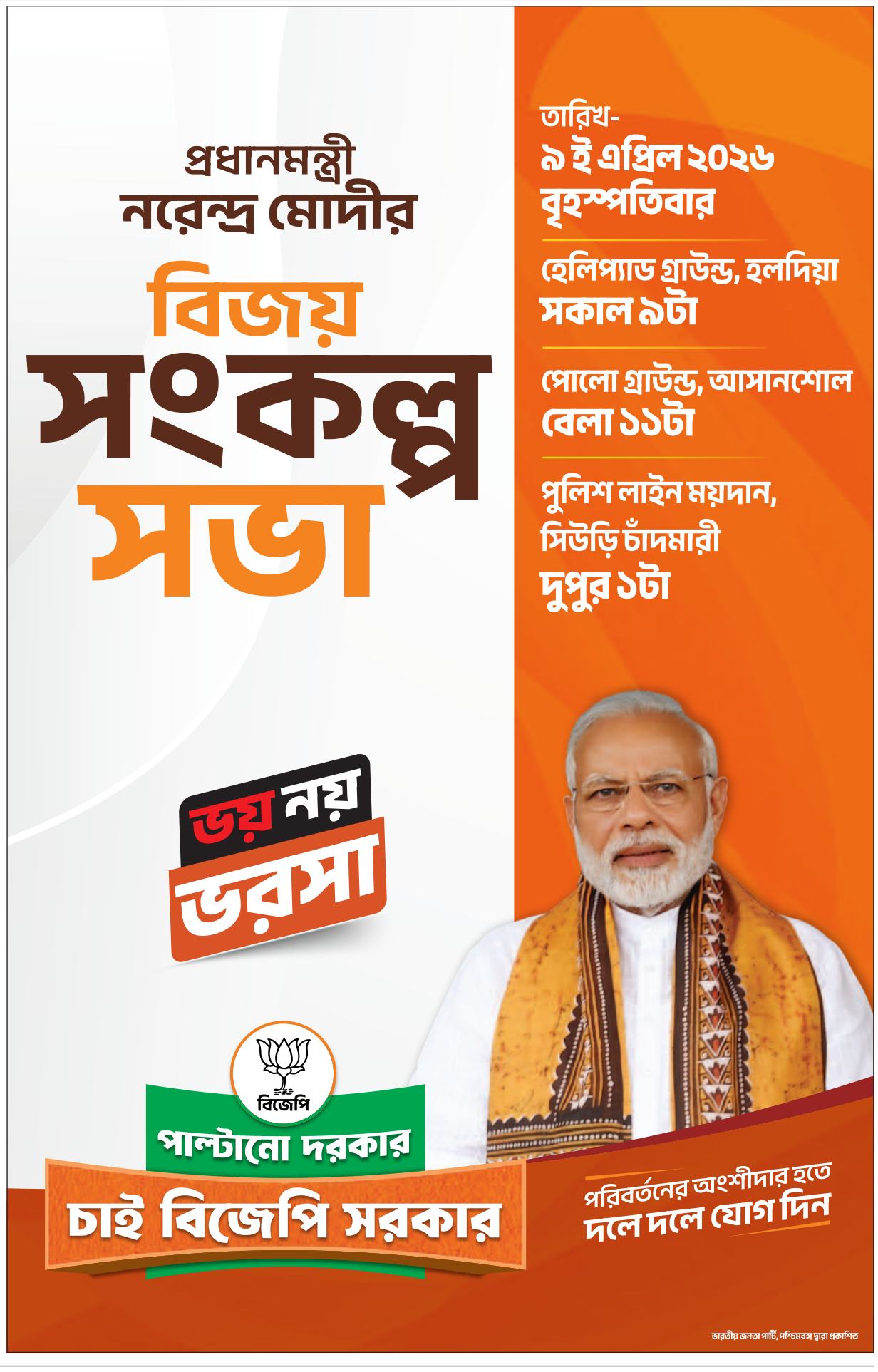

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমি শ্রী সুশান্ত কুমার দাস, এ্যাডভোকেট ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট পূর্ব মেদিনীপুর। এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমার মক্কেল তপন শাসমল, পিতা- হরিপদ শাসমল, সাং - নীলকুণ্ঠা, পোঃ - বড় কামারদা, থানা- নন্দকুমার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর এর বাসিন্দা হইতেছে। আমার মক্কেল নন্দকুমার থানার অন্তর্গত ৩৩নং জে.এল. ভুক্ত কালিদহি মৌজায় এল.আর. ৭৯ নং খতিয়ানে আর.এস.ও এল.আর. ২৬৩ দাগে ২.৬০১ ডেসিমল সম্পত্তি গত ইং ২০২৫ সালে ৪৫৯৩ নং কোবালা মুলে বনশ্রী মিশ্র, মালবিকা মিশ্র, তমালিকা মিশ্র চক্রবর্ত্তী এর পক্ষে আমমোক্তার সুরজিৎ মিশ্র এর নিকট হইতে তমলুক সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ইং ২০১৪ সালে IV- 15 নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে ক্রয় করিয়া বি. এল. এন্ড এল.আর.ও. নন্দকুমার অফিসে রেকর্ডের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। রেকর্ড বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে কাগজপত্র সহ উক্ত অফিসে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন।

Susanta Kumar Das, Advocate
Tamluk, Purba Medinipur

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

[illegible]

Susanta Kumar Das, Advocate
Tamluk, Purba Medinipur

নাম-পদবী

আমি Sumati Singh, স্বামী-Kanai Singh, গ্রাম মাঝদিয়া সেখপাড়া, পোঃ ও থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, যা আমার ভোটার কার্ডে আছে। জমির রেকর্ডে (Kh No- 1024, Plot No- 991, Mouza-89 অযোধ্যানগর, বহরমপুর) আমার নাম Sumati Roy স্বামী-Kanai Lal Roy আছে। গত ১১/০৩/২০২৬ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Sumati Singh এবং Sumati Roy এবং স্বামী Kanai Singh এবং Kanai Lal Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমি শ্রী সুশান্ত কুমার দাস, এ্যাডভোকেট ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট পূর্ব মেদিনীপুর। এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমার মক্কেল স্বপ্না মন্ডল হাজরা, স্বামী - প্রতিক হাজরা, সাং ও পোঃ - খঞ্চি, থানা- নন্দকুমার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর এর বাসিন্দা হইতেছে। আমার মক্কেল নন্দকুমার থানার অন্তর্গত ৩৩নং জে.এল. ভুক্ত কালিদহি মৌজায় এল.আর. ২৫০ নং খতিয়ানে আর.এস.ও এল.আর. ২৬৩ দাগে ইং ২০২৫ সালে ৬০৮৬ নং কোবালার (ক) তপশীলে দেবযানী মিশ্র, দেওয়ালী মিশ্র, পিয়ালী মিশ্র, খেয়ালী মিশ্র এর ০.৮৬৭ ডেঃ ও বিজয়া রায় প্রঃ স্বপ্না রায়ের (খ) তপশীলে ০.৮৬৭ ডেসিমল আমমোক্তার অরুন কুমার মিশ্রের নিকট হইতে তমলুক সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ইং ২০১৫ সালে IV-12 নং ও ইং ২০০৮ সালের IV- 37 নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে ক্রয় করিয়া বি. এল. এন্ড এল.আর.ও. নন্দকুমার অফিসে রেকর্ডের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। রেকর্ড বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে কাগজপত্র সহ উক্ত অফিসে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন।

Susanta Kumar Das, Advocate
Tamluk, Purba Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি শ্রী আশাভিন ঠাককর, পিতা - ৺প্রভিন চন্দ্র ঠাককর, সাকিম- ৫১/৪ সি, রবীন্দ্র সরণী, লিলুয়া, জেলা হাওড়া- এর স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছি। বিগত ২০/১২/২০১০ দিবসে শ্রী **মদন মোহন ঘোষ (হাটুই)**, পিতা ৺ যতীন্দ্রনাথ হাটুই দীগরের নিকট হইতে শ্রীরামপুর এ.ডি. এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ইংরাজীর **২০১০ সালের ০৮৯৯৪ নং দলিল** মূলে খরিদ করিয়া ভোগ ও দখলে কায়েম আছি। উক্ত দলিলখানি আমার নিজ হেফাজত হইতে হারাইয়া গিয়াছে, অনেক খোঁজাখুজির পরেও দলিলটির কোনো হদিশ পাই নাই। সেমতপ্রকারে **কানাইপুর পুলিশ স্টেশনে** একটি অভিযোগ দাখিল করিয়াছি যাহার **G.D.E নং ৩৮ তারিখ ০২/০২/২০২৬**। এক্ষনে জনগণের নিকট আবেদন করিতেছি যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত দলিলটি পেয়ে থাকেন তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে উল্লিখিত ঠিকানায় বা ফোন নম্বর এ যোগাযোগ করিবেন। উক্ত দলিলটি ইতিপূর্বে কোথাও বন্ধক বা জমা দেওয়া নাই। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনো দাবী দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না এবং কোনো দাবী আইনত বলবৎ হইবে না। ফোন নং - ৭৯৮০৪২৮৮০৪

সৌম্যদীপ সরকার,অ্যাডভোকেট
Hooghly District Judges' Court

নোটিশ

আমরা, **১)ভিক্টর দেবরাজ রায়** পিতা ৺গগননাথ রায়, সাকিম ২নং কাপাসডাঙ্গা, লক্ষ্মী নারায়ণ পল্লী ৩নং গেট, চুঁচুড়া, হুগলী, **২)শ্রীবাস সাহা** পিতা বিজয় কৃষ্ণ সাহা, সাকিম হরিশচন্দ্র কলোনী, পান্ডুয়া, হুগলী, **৩)কাজল বিশ্বাস** পিতা ৺কালাচাঁদ বিশ্বাস, সাকিম প্রতাপপুর, চুঁচুড়া, হুগলী, **৪)সৈয়দ জরুরুল্ল হোসেন** পিতা সেখ কুতুব উদ্দিন, সাকিম বাড়োল প্রসাদপুর, পোলবা, হুগলী, **৫)সেখ রমজান আলি** পিতা মরহুম সেখ হায়দার আলি, সাকিম বাড়োল প্রসাদপুর, পোলবা, হুগলী, **৬)সৈয়দ মঞ্জুর হাসান** পিতা সেখ রমজান আলি, সাকিম বাড়োল প্রসাদপুর, পোলবা, হুগলী, **৭)বিদেশ ঘোষ** পিতা ধনঞ্জয় ঘোষ, সাকিম বীরপুর, বালিদহ, গুড়াপ, হুগলী, **৮)জয়দীপ মুখার্জ্জী** পিতা শ্রী রাম চন্দ্র মুখার্জ্জী, সাকিম ৮১, জি.এন. মুখার্জ্জী রোড, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, **৯)সৌরভ ভৌমিক** পিতা শ্রী স্বপন ভৌমিক, সাকিম ভেজনপুর, সরাই, পান্ডুয়া, হুগলী, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমরা বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসর অধিক কাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল কলকাতায় আমাদের লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কাউন্সিল অফিসে আপত্তি করিবেন।

AFFIDAVIT

I **Mohammad Mofijul Islam** S/O- Md. Syed Ali Residing at Vill- Paschim Bibipur, P.O- Begumpur, P.S-Matia, Dist- North 24 Parganas, W.B, PIN-743437 have changed my name and shall henceforth be known as Mofijul Islam as declared before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas, W. B, vide affidavit no. 2659/26 Dated-01/04/2026 Mohammad Mofijul Islam and Mofijul Islam both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **Mithu Mandal** S/O Hatem Mandal residing at Vill.- Kalla, P.O.- Kalla, P.S.- Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur, PIN- 721201 do hereby declare vide affidavit no. 70 dated 23.02.2026 in the Court of Ld. A.C.J.M. (1st Class) at Ghatal that my name is recorded in my Aadhar, Voter and PAN card as Mithu Mandal but in my bank account of UCO Bank at Palashchabrighat Branch being A/C no. 12753210606288 as Mathu Mandal. Mithu Mandal S/O Hatem Mandal and Mathu Mandal S/O Hatem Mandal is the same and one identical person.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমি শ্রী সুশান্ত কুমার দাস, এ্যাডভোকেট ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট পূর্ব মেদিনীপুর। এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমার মক্কেল সোনালী বেরা বক্সী, স্বামী - সুকান্ত বক্সী, সাং ও পোঃ খঞ্চি, থানা নন্দকুমার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর এর বাসিন্দা হইতেছে। আমার মক্কেল নন্দকুমার থানার অন্তর্গত ৩৩নং জে. এল. ভুক্ত কালিদহি মৌজায় এল.আর. ১৬৭ নং খতিয়ানে আর.এস.ও এল.আর. ২৬৩ দাগে ৩.৮৫২ ডেসিমল সম্পত্তি গত ইং ২০২৫ সালে ৪৬৭০ নং কোবালা মূলে বিশ্বজিৎ মিশ্র ও প্রিয়া ভট্টাচার্য্য এর পক্ষে আমমোক্তার রমা মিশ্র এর নিকট হইতে তমলুক সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ইং ২০১৬ সালে IV- 40 নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে ক্রয় করিয়া বি. এল. এন্ড এল.আর.ও. নন্দকুমার অফিসে রেকর্ডের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। রেকর্ড বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে কাগজপত্র সহ উক্ত অফিসে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন।

Susanta Kumar Das, Advocate
Tamluk, Purba Medinipur

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমি শ্রী সুশান্ত কুমার দাস, এ্যাডভোকেট ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট পূর্ব মেদিনীপুর। এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমার মক্কেল সুকান্ত বক্সী, পিতা- চণ্ডীচরন বক্সী, সাং ও পোঃ - খঞ্চি, থানা - নন্দকুমার, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর এর বাসিন্দা হইতেছে। আমার মক্কেল নন্দকুমার থানার অন্তর্গত ৩৩নং জে.এল. ভুক্ত কালিদহি মৌজায় এল.আর. ১৭৪ নং খতিয়ানে আর.এস.ও এল.আর. ২৬৩ দাগে ইং ২০২৫ সালে ৪৮৯২ নং কোবালার (ক) তপশীলে অনিলা মিশ্র, প্রদীপ্ত কুমার মিশ্র এর ২.৩১২ ডেসিমল তমলুক সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ইং ২০১৩ সালে IV-31 নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে সুদীপ্ত মিশ্রের নিকট হইতে ও (খ) তপশীলে শোভনা দাস, অঞ্জনা চ্যাটার্জী, চঞ্চল মিশ্র এর ২.৬০১ ডেসিমল, আমমোক্তার সৌরভ মিশ্রের নিকট হইতে তমলুক সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ইং ২০২৩ সালে IV-2290 নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে ক্রয় করিয়া বি. এল. এন্ড এল.আর.ও. নন্দকুমার অফিসে রেকর্ডের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। রেকর্ড বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে কাগজপত্র সহ উক্ত অফিসে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন।

Susanta Kumar Das, Advocate
Tamluk, Purba Medinipur

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 16/02/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 6078 নং এফিডেভিট বলে আমি Altaf Shaikh S/o. Islam, সাং পান্ডুয়া বোসপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সঠিক জন্ম তারিখ 01/06/1971 হইতেছে।

গত 16/02/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 6079 নং এফিডেভিট বলে আমি Mehbooba Altaf Shaikh W/o. Altaf, সাং পান্ডুয়া বোসপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার সঠিক জন্ম তারিখ 04/05/1984 হইতেছে।

গত 07/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 6693 নং এফিডেভিট বলে আমি Binaykrishna Chatterjee S/o. Satyacharan Chatterjee & Binoy Krishna Chatterjee S/o. S. C. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 07/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 6692 নং এফিডেভিট বলে আমি Anil Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Fakir Das & P. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 07/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 6694 নং এফিডেভিট বলে আমি Ashok Mandal S/o. Ishan Mandal & Ashok Mondal S/o. I. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 31/03/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 1258 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Badsha (old name) S/o. Late Sk Abul Hossain, R/o. Ghanashyampur, Kananadi, Dhaniakhali, Hooghly-712302, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Badsha নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Badsha Hossain (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Badsha Hossain & Sk Badsha S/o. Late Sk Abul Hossain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Rohit Ali.

গত 02/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9234 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Mohammad Ali S/o. Sk Rahamat Ali & Mahammad Ali S/o. R. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে আমি **পাত্র মুদি**, পিতা- পাঁচু মুদি, সাকিম- গুণপালা, পোঃ- বাবনান, থানা-দাদপুর, জেলা-হুগলী, তপশীল উপজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত হইতেছি। আমার জেলা-হুগলী, থানা-দাদপুর এর সামিল ৬৫ নং জে.এল. ভুক্ত, গুনশালা মৌজার অন্তর্গত, হাল এল.আর. ১৫২৭ নং খতিয়ানে এল.আর- ১৮৫৫ নং দাগে শালি জমি -২৯ শতক সম্পত্তি আমি তফশীল উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। ইচ্ছুক তফশীল উপজাতি ব্যক্তি ১৫ পনেরো দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির উপর কোন দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার, বা অন্য কোন আপত্তি থাকে তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ পনেরো দিনের মধ্যে আমার সহিত (ফোন নং- ৬২৯৭০৪৩৩৬৫) যোগাযোগ করবেন।

ইতি:- **পাত্র মুদি**
ফোন নং - ৬২৯৭০৪৩৩৬৫

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

[illegible]

Susanta Kumar Das, Advocate
Tamluk, Purba Medinipur

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ই এপ্রিল। ২৫শে চৈত্র। বৃহস্পতি বার। সপ্তমী তিথী। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ, সন্ধ্যা ৬/১৪ র পর দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(শুভারম্ভ বাংলার শিব গাজন উৎসব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

বুধে জোড়াসাঁকো বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝা মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন। এদিন তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে হাজির হলেন শুভেন্দু অধিকারী। *ছবি: অদিতি সাহা*

মনোনয়ন জমা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অদিতি মুন্সির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১১৭ রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অদিতি মুন্সি বুধবার মনোনয়ন জমা দিলেন। বুধবার বেলায় সল্টলেকে উন্নয়ন ভবন থেকে বর্ণাঢ্য মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে যান প্রার্থী। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তী। মনোনয়ন জমা করে বেরিয়ে অদিতি জানান, মানুষ উন্নয়নের সঙ্গে রয়েছে। তিনি মানুষের আশীর্বাদ ও সমর্থন পাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, আগেরবার অদিতি ছিলেন রাজনীতিতে আনকোরা! কিন্তু এবার তিনিই হেভিওয়েট। রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী সংগীতশিল্পী অদিতি মুন্সি ভোট ঘোষণার পর থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন প্রচারে। জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অদিতি মুন্সি বলছেন, আমি বিরোধীদের নিয়ে কিছু বলতে চাই না, নিজে কাজ করেছি, সেই কাজের ওপরই

মানুষ বিচার করবে। স্ত্রীর ভোট প্রচারে আগাগোড়া সঙ্গে থাকছেন স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, এই কেন্দ্রে এবার জয়ের ব্যবধান বাড়ানোই তাঁদের লক্ষ্য।

বালিতে ভোটের আগে চাপানউতোর চরমে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার বালি কেন্দ্র ঘিরে ভোটের প্রাক্কালে রাজনীতির উত্তাপ দ্রুত বাড়ছে। বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিং শাসক দলের বিরুদ্ধে ভয় দেখানো ও চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। তাঁর দাবি, এলাকায় এক ধরনের মানসিক চাপ তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। সঞ্জয়ের কথায়, বহু মানুষ তাঁর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন; তাঁদের দল বদলাতে বাধ্য করা হচ্ছে। এতে সাধারণ ভোটারদের স্বাধীন মতপ্রকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, বলেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ ঝেড়েছেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর অভিযোগ, বারবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। বুথ বণ্টন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সঞ্জয়। তাঁর দাবি, একই ধরনের এলাকায় কোথাও বুথ রয়েছে, কোথাও নেই; এই বৈষম্যের কোনও ব্যাখ্যা মিলছে না। এমনকী কিছু আবাসনে বুথ স্থাপন আটকাতে চাপ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর।

অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী কৈলাস মিত্র সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর পাল্টা মন্তব্য, ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।দ একই সঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, মানুষ সব দেখছে, সময় এলে তারাই জবাব দেবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বালির এই লড়াই ক্রমেই তীব্র হচ্ছে, যার প্রতিফলন পড়বে ভোটের ফলাফলে।

ভোটে সিভিক পুলিশে 'না', কড়া অবস্থানে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে নিরাপত্তা ঘিরে আরও এক ধাপ কড়া অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। স্পষ্ট নির্দেশ; নির্বাচনী কাজে সিভিক পুলিশ ও গ্রিন পুলিশকে ব্যবহার করা যাবে না। ভোট শুরুর তিন দিন আগে থেকে ফল ঘোষণার পরদিন পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে প্রশাসনিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ভোট ঘোষণার পর থেকেই একাধিক বদলি, নির্দেশিকা; সব মিলিয়ে গোটা ব্যবস্থাকেই নতুন ছকে সাজাতে দেখা যাচ্ছে কমিশনকে। এক আধিকারিকের কথায়, নির্বাচনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখতে সব রকম ঝুঁকি এড়ানোই লক্ষ্য।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল শুরু হয়েছে। সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে অনেকটাই আগে থেকেই। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় স্তরের বাহিনীর উপর নির্ভরতা কমিয়ে আরও নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে কমিশন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নিরাপত্তা নিয়ে এই সতর্কতা ভোটের গুরুত্বই তুলে ধরছে। তবে শাসক শিবির এই পরিবর্তনকে সহজভাবে নেয়নি বলেই খবর। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে প্রশাসনিক কড়াকড়ি যে আরও বাড়ছে, তা স্পষ্ট।

ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন, বামফ্রন্টের কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে ভোটার তালিকা নিয়েই সরব হল বামফ্রন্ট। বামফ্রন্ট কমিটি-র তরফে প্রকাশিত এক প্রেস বিবৃতিতে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বোস দাবি করেছেন, অযোগ্য ভোটারের নাম বাদ পড়ছে, আবার অযোগ্য নাম ঢুকে যাচ্ছে; এটা পরিকল্পিত। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। প্রেস বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বিভিন্ন জেলায় অভিযোগ জমা পড়লেও কার্যকর পদক্ষেপের অভাব স্পষ্ট। বাম নেতৃত্বের কথায়, ভোটাধিকার রক্ষা করতে গেলে এই প্রবণতা বন্ধ করতেই হবে। একই সঙ্গে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এই ধরনের অনিয়ম অব্যাহত থাকলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বামফ্রন্টের দাবি, বিষয়টি নিয়ে তারা আগেও কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নির্বাচনের আগে স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশ করা না গেলে সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হবে, এমনই মত তাদের। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা ঘিরে এই নতুন বিতর্ক নির্বাচনের আগে উত্তাপ আরও বাড়াতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে হাওড়া স্টেশনে সচেতনতার বার্তা

হাওড়া: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির নীচে আয়োজিত হল এক বিশেষ স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি। পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশন এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজের এনসিসি সাব ইউনিট (বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন ২)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল স্বাস্থ্য সচেতনতা ভিত্তিক একটি নাটক, যা পরিবেশন করেন এনসিসির ছেলে-মেয়েরা। পাশাপাশি ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক

বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আধিকারিকদের বক্তব্য। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ কমান্ডার কলকাতা যোগেশ কুলকার্নি, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পী তথা মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া ঊষশ্রী সেনগুপ্ত, মিস ইন্ডিয়া ২০২১ মধুমিতা গুপ্তা, বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন ২-এর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল অভিজিৎ দাস, পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের এডিআরএম উদয় কুমার কেশরী এবং এনসিসি অফিসার লেফটেন্যান্ট ডিআর বিভা সমাদ্দার।

বাম আমলে শ্যামনগরে সিপিএমের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াই করতেন হিমাংশু: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বামআমলে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বৃহত্তর শ্যামনগর অঞ্চলে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস ছিল না অধিকাংশ ঘাসফুল নেতাদের। অথচ লাল পার্টির বিরুদ্ধে তৎকালীন সময়ে ঘাসফুলের হয়ে লড়াই করতেন হিমাংশু সরকার। অভিযোগ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই দলে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন এই হিমাংশু সরকার। সোমবার শ্যামনগর ফিডার রোডে আয়োজিত সভায় সদলবলে ঘাসফুল ছেড়ে পদ্মফুলে যোগ দিয়েছেন ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার। মঙ্গলবার রাতে জগদ্দল কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী রাজেশ কুমারকে সঙ্গে নিয়ে হিমাংশুর বাড়িতে গিয়েছিলেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে তিনজনে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, বামআমলে শ্যামনগরের বুকে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন হিমাংশু সরকার। টানা ২০ বছর তিনি শ্যামনগর আতপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। একজন দক্ষ সংগঠক বটে। তাঁর দাবি, জগদ্দলে চোরের বিরুদ্ধে পুলিশকে প্রার্থী করা হয়েছে। অনেক ভাবনা চিন্তা করেই এখানে পুলিশ কর্তাকে প্রার্থী করা হয়েছে।

বাংলায় প্রথম 'শ্রী জগন্নাথ বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞ'

কলকাতা: বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে 'শ্রী জগন্নাথ বিশ্ব শান্তি মহাযজ্ঞ'। দৈতাপতি ভবানী দাস মহারাজের নির্দেশনা ও জগন্নাথ পরিবারের

সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত এই মহাযজ্ঞকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ভক্তমহলে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে। আয়োজকদের দাবি, এই অনুষ্ঠান বাংলায় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে উঠবে। এই মহাযজ্ঞের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ; বাংলার ইতিহাসে প্রথমবার ভক্তরা একসঙ্গে দর্শন পাবেন মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথের ৩২টি দিব্য বেশের। এমন বিরল দর্শন জীবনে একবারই ঘটে বলে মনে করা হয়। আয়োজকদের মতে, দিল্লি বা মুম্বইয়ের মতো শহরেও এই আয়োজন সম্ভব হলেও বাংলায় এর বাস্তবায়ন মহাপ্রভুর ঐশ্বরিক ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকবে পবিত্র 'বিজয় তিলক' গ্রহণের সুযোগ। পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে বিনামূল্যে 'জগত প্রসাদ' হিসেবে মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে জগন্নাথ ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রদ্ধেয় বংশধর দৈতাপতি ভবানী দাস মহাপাত্রজি ভক্তদের উদ্দেশ্যে কথা ও প্রবচন প্রদান করবেন।

পানিহাটিতে অভয়ার মাকে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটিতে বিজেপি প্রার্থী অভয়ার মা রত্না দেবনাথকে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পানিহাটি পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইলিয়াস রোডের ঘটনা। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে দলীয় কর্মীদের নিয়ে ইলিয়াস রোডে বাড়ি বাড়ি প্রচার করেছিলেন পানিহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ। অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথকে ঘিরে তৃণমূলের মহিলা

কর্মীরা প্রথমে জয় বাংলা স্লোগান দেন। তারপর বিজেপি প্রার্থী এবং প্রার্থীর সঙ্গে থাকা দলীয় কর্মীদের ওপর তাঁরা চড়াও হন বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ইলিয়াস রোডে। ঘটনাস্থলে খড়দা থানার পুলিশ পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। ঘটনা নিয়ে বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথের অভিযোগ, তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা তাঁকে লক্ষ্য করে ফুল ছিটিয়ে প্রথমে জয় বাংলা স্লোগান দেয়। তারপর ওরা তাঁদের ওপর চড়াও হয়। বিজেপি প্রার্থীর হুঁশিয়ারি, প্রচারে বাধার সৃষ্টি করে তাঁকে এভাবে দমিয়ে রাখা যাবে না। পানিহাটির তৃণমূল প্রার্থী তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেন, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের উদ্দেশ্যে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন বিজেপির বহিরাগত কর্মীরা। তখন মহিলারা বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ জানান। ওখানে কোনও মারধরের ঘটনা ঘটেনি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ এপ্রিল ২০২৬, ২৫ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

রাজ্যের সংশোধনাগারগুলিতে ‘হাই অ্যালার্ট’ জারি কমিশনের

ভোটপর্বে বন্দিদের প্যারোল বা অস্থায়ী মুক্তিতে নিষেধাজ্ঞা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহ ঘনাতেই রাজ্যের জেল ও সংশোধনাগারগুলিকে কার্যত ‘হাই অ্যালার্ট’-এ রাখার নির্দেশ দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। লক্ষ্য একটাই; ভোটপর্ব যাতে কোনওভাবেই প্রভাবিত না হয়। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্বাচন শুরুর আগে থেকে ভোট মিটে যাওয়া পর্যন্ত জেলগুলিতে নজরদারি বাড়াতে হবে বহুগুণে। নিয়মিত ‘সারপ্রাইজ চেক’-এর মাধ্যমে বন্দিদের কার্যকলাপ খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে। এক জেল আধিকারিকের কথায়, বাইরের সঙ্গে কোনও বেআইনি যোগাযোগ বা রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর চেষ্টা হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবচেয়ে কড়া সিদ্ধান্ত, এই সময়ে প্যারোল, ফার্লো বা অস্থায়ী মুক্তি কার্যত বন্ধ। শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী মানবিক পরিস্থিতিতে, তাও লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে ছাড় মিলতে পারে।

পাশাপাশি মোবাইল সিগন্যাল জ্যামারগুলির কার্যকারিতা প্রতিদিন পরীক্ষা করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও এসেছে। জেল চত্বরে মোবাইল, নগদ, মাদক বা নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধারে জোরদার তল্লাশি চালানোর কথাও স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে। এক প্রশাসনিক কর্তার মন্তব্য, ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হবে। জেলা প্রশাসন ও জেল কর্তৃপক্ষকে যৌথভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের উপর বিশেষ নজরদারি। জেলে দেখা করতে আসা তাদের পরিবারের সদস্যদের উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ। সন্দেহজনক কোনও তথ্য বা কার্যকলাপ বুঝতে পারলেই দ্রুত জেলা নির্বাচন আধিকারিককে জানানোর কথাও বলা হয়েছে।

কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এই সমস্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত রিপোর্ট আকারে পাঠাতে হবে। নির্দেশিকায় কোনও অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না বলেই কঠোরভাবে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ, ভোটের আগে নিরাপত্তা বলয়ে বন্দি বাংলার জেলব্যবস্থা।

মিছিলে আপত্তি আদালতের

■ ভোটের মুখে প্রতিবাদের অধিকার বনাম প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ; এই দ্বন্দ্বেই এবার আদালতের দ্বারস্থ সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে বুধবার তাঁরা আবেদন জানায় ভবানীপুরে শান্তিপূর্ণ মিছিলের অনুমতির জন্য। সংগঠনের দাবি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বকেয়া ডিএ এখনও মেটেনি, যদিও শীর্ষ আদালতের নির্দেশ রয়েছে। পাশাপাশি, নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা এক কর্মীর উপর হামলার অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। এক আবেদনকারীর আইনজীবীর কথায়, আমাদের এক সদস্যকে আক্রমণ করা হয়েছে, তিনি ভোটের কাজেই যুক্ত ছিলেন। তার প্রতিবাদ জানাতেই এই কর্মসূচি। অন্যদিকে, আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল স্পষ্ট। বিচারপতি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর না হলে আইনি পথ রয়েছে, বিক্ষোভের প্রয়োজন কেন? এর জবাবে মঞ্চের তরফে জানানো হয়, রবিবার মিছিল, যানজটের আশঙ্কা নেই, শান্তিপূর্ণভাবেই হবে। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। মামলার শুনানি হতে পারে ১০ এপ্রিল। একইসঙ্গে, নির্বাচনের আবহে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে; প্রতিবাদের পরিসর কতটা, আর প্রশাসনের সীমারেখাই বা কোথায়।

আইনি পথে বিজেপি?

■ নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক ভাষার সীমা কোথায়; সেই প্রশ্নে ফের উত্তাল জলপাইগুড়ি। অভিষেক ব্যানার্জীর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাস্তায় নামল বিজেপি শিবির। তৃণমূলের সভা থেকে বিরোধী প্রার্থীকে নিশানা করে অভিষেকের কটাক্ষ ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত। তাঁর বক্তব্য, ওই প্রার্থী সারাক্ষণ স্বাভাবিক থাকেন না, নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই দেখা যায়, এমন অভিযোগে রাজনৈতিক তাপমাত্রা চড়ে যায় দ্রুত। এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপির প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী-র সমর্থনে শহরজুড়ে মিছিল করে দলীয় কর্মীরা। তাদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা না চাইলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। দলীয় এক নেত্রীর কথায়, একজন সজ্জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে এ ধরনের কুরুচিকর আক্রমণ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা সময় দিচ্ছি, না হলে আদালত ও কমিশন; দু'দিকেই যাব। বিজেপির অভিযোগ, ব্যক্তিগত আক্রমণের মাধ্যমে নির্বাচনী লড়াইকে অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূল এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি। ভোটের মুখে এই বাক্যযুদ্ধই ইঙ্গিত দিচ্ছে; মাটির লড়াই যত এগোচ্ছে, ততই তীব্র হচ্ছে রাজনৈতিক আক্রমণের ধার।

ভোট ঘিরে চাপানউতোর

■ ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনকে ঘিরে উত্তাপ বাড়ছে শুধু মাঠে নয়, ভাষাতেও। নির্বাচন কমিশন কড়া বার্তা দিয়ে স্পষ্ট করেছে, এবারের ভোট হতে হবে ভয় ও হিংসামুক্ত, পাশাপাশি প্রলোভন বা বুথ দখলের কোনও জায়গা থাকবে না। এই অবস্থানকে হাতিয়ার করে শাসক দলকে নিশানা করেছে বিজেপি। তাদের বক্তব্য, কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে; ছাপ্পা, বুথ জ্যামিং বা ভয় দেখানোর রাজনীতি চলবে না। গেরুয়া শিবিরের দাবি, অতীতের অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই কড়া অবস্থান। অন্যদিকে পাল্টা সুর তুলেছে তৃণমূল। তাদের বক্তব্য, আমরাও কমিশনকে সোজা কথা বলছি; ভোট হতে হবে দিল্লির নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতহীন। শাসক দলের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় প্রভাব খাটিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, কমিশনের নিরপেক্ষতার প্রশ্নকে ঘিরেই এবার মূল সংঘাত তৈরি হচ্ছে। একদিকে ‘ভয়মুক্ত ভোট’-এর আশ্বাস, অন্যদিকে ‘নিরপেক্ষতার দাবি’; এই দুই সুর মিলিয়ে বাংলার ভোটযুদ্ধ আরও তীব্র হয়ে উঠছে।

স্ট্র্যান্ড রোডে অস্ত্র-সহ নাবালক আটক, উদ্ধার একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিবারুদ-সহ এক নাবালককে আটক করল এসটিএফ। ধৃতের নাম মহম্মদ ইউসুফ (১৭)। তার বাড়ি বিহারের নালন্দা জেলায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার দুপুর প্রায় ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ স্ট্র্যান্ড রোডের পূর্বদিকের ফুটপাথে পিডব্লিউডি পরিচালিত একটি পে অ্যান্ড ইউজ শৌচালয়ের সামনে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাঘুরি করছিল ওই কিশোর। সেই সময় এসটিএফ থানার এসআই বিকাশ মিনজ ও তাঁর সঙ্গী বাহিনী তাকে আটক করে তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে ধৃতের কাছ থেকে তিনটি দেশি একনলা আগ্নেয়াস্ত্র, দুটি ৭ মিমি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন, ১৮টি ৮ মিমি কার্তুজ এবং ২২টি ৭.৬৫ মিমি কার্তুজ উদ্ধার হয়। এই বিপুল অস্ত্র মজুতের বিষয়ে সন্তোষজনক কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি অভিযুক্ত। পুলিশ সমস্ত অস্ত্র ও গুলি বাজেয়াপ্ত করে বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ তাকে গ্রেপ্তার করে। এসআই বিকাশ মিনজের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এসটিএফ থানায় অস্ত্র আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এর আগেও বাংলায় উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের সঙ্গে বিহার-যোগ লক্ষ্য করা হয়েছে। বিহারের বেআইনি অস্ত্র তৈরির কারখানায় আগে হানাও দিয়েছিল পুলিশ। বুধবারের উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলির কোথা থেকে এসছে, কি উদ্দেশ্যে সেগুলি নাবালক নিয়ে ঘুরছিল, তা নিয়ে সন্ধান তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, নির্বাচনের মুখে গত রবিবারই টালিগঞ্জের একটি গাড়ি থেকে নগদ কয়েক লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছিল। মঙ্গলবার নাকা তল্লাশি চলাকালীন এক দিনে চার পৃথক ঘটনায় ৫৭ লক্ষ টাকারও বেশি উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর কলকাতার স্ট্র্যান্ড রোড থেকে উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্রও।

জেনারেশন জেডদের বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক লেগেছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে জেনারেশন জেড অর্থাৎ জেন-জি'দের বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক পড়েছে। বুধবার নৈহাটির গৌরীপুর লালদিঘিতে নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, বাংলায় নতুন প্রজন্মের জেনারেশন জেড অর্থাৎ জেন-জি'দের বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক লেগেছে। এই জেন-জি'রাই বাংলায় পরিবর্তন আনবে। তাঁর দাবি, বাংলায় প্রার্থী একজনই নরেন্দ্র মোদী। কুশাসনকে মুক্ত করবেন মোদীজি। তাঁর কথায়, বিজেপি ডানপন্থী কিংবা বামপন্থী দল নয়। বিজেপি রাষ্ট্রবাদী দল। ভোট প্রচারে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি বলছেন, বেছে বেছে মতুয়া, রাজবংশী ও সংখ্যালঘুদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এপ্রসঙ্গে নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জি একজন মিথ্যাবাদী মহিলা। উনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে উসকে দিয়ে বাংলায় দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছেন। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার মমতা ব্যানার্জি বনগাঁ ও হাবড়ার জনসভা থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঝাড়ু দিয়ে ঝেটিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে আপনারা ভোট দেবেন। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, মমতার কথার এখন কোনও গুরুত্ব নেই। ওনার সমস্ত প্রকল্প 'ব্যাক ফায়ার' করছে। নৈহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় দলীয় কর্মীদের মনোমালিন্য ঝেড়ে ফেলে ভোট যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরামর্শ দিলেন। নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা গণেশ দাস, যুব নেতা সৌমদীপ মোদক, হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান ও কাউন্সিলর যথাক্রমে রাজা দত্ত ও বন্ধু গোপাল সাহা প্রমুখ।

দুর্গা সম্মানে জোর, ২০০০ টাকার প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসের ইস্তাহারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করতে নতুন প্রতিশ্রুতির ঝাঁপি খুলল কংগ্রেস। মধ্য কলকাতায় ইস্তাহার প্রকাশের মঞ্চে দলীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সরাসরি তৃণমূল ও বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, আমরা টাকা বিলির রাজনীতি করি না, উন্নয়নের রাজনীতি করি। নারী ভোটারদের লক্ষ্য করে 'দুর্গা সম্মান' প্রকল্পে মাসে ২০০০ টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে দল। পাশাপাশি বেকারত্ব মোকাবিলায় কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি, কৃষকদের আর্থিক সহায়তা এবং স্বাস্থ্য বিমার মতো একাধিক ঘোষণাও রয়েছে। খাড়গের অভিযোগ, বিজেপি ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করে, আর তৃণমূল দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও উন্নয়ন করতে পারেনি।

‘হিসাব নেবই’, মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ময়দানে ভাষার ঝাঁঝ আরও বাড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে শাসক দল তথা মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি স্পষ্ট জানালেন, আমরা উন্নয়ন করব, পাশে থাকব, কিন্তু সব কিছুর হিসাবও নেব। একই সঙ্গে বিরোধীদের বিরুদ্ধে 'ভুয়ো মামলা' চাপানোর অভিযোগও তুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, বিজেপি কর্মীদের নামে মিথ্যে কেস দেওয়া হচ্ছে, জেল খাটানো হচ্ছে; এসব চলবে না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভায় জনসমাগম নিয়েও খোঁচা দিতে ছাড়েননি তিনি। ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গিতে বলেন, কতজন নিয়ে সভা করছে, সেটা সবাই দেখছে। মানুষ সব বুঝে নিচ্ছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে শুভেন্দু জানান, যা কিছু হয়েছে, সব কিছুরই হিসাব দিতে হবে। সাধারণ মানুষের টাকার জবাবদিহি এড়ানো যাবে না।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই আক্রমণাত্মক সুর আসন্ন নির্বাচনের আগে বিজেপির কৌশলেরই প্রতিফলন। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় শাসক শিবির অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তবে স্পষ্ট, ভোট যত এগোচ্ছে, ততই তীব্র হচ্ছে বাকযুদ্ধ।

বন্দরে নতুন সমীকরণ, মুখোমুখি ফিরহাদ হাকিম ও রাকেশ সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা বন্দরের ভোটযুদ্ধে হঠাৎই তাপমাত্রা চড়ল। ষষ্ঠ দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে বিজেপি যে বাজি ধরল, তা কার্যত সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল শাসক শিবিরকে। অভিজ্ঞ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হল রাকেশ সিংকে; যাঁর নাম ঘিরে রাজনৈতিক অন্দরে আগে থেকেই জল্পনা চলছিল। দলের এক নেতার কথায়, সংগঠনের ভরসা আছে বলেই ওঁকে এই কঠিন লড়াইয়ে নামানো হয়েছে। প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই সময় নষ্ট না করে মাঠে নেমে পড়েছেন রাকেশ। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা, বাড়ি বাড়ি যোগাযোগ; প্রচারের প্রথম ধাপেই সক্রিয়তার ছাপ স্পষ্ট।

অন্যদিকে শাসক শিবিরও এই লড়াইকে হালকা করে দেখছে না। এক তৃণমূল কর্মীর মন্তব্য, বন্দর আমাদের শক্ত ঘাঁটি, লড়াই হবেই, তবে ফল নিয়েও আমরা আত্মবিশ্বাসী। রাজনৈতিক মহলের বিশ্লেষণ, এই কেন্দ্র শুধু প্রার্থী নয়, দুই ভিন্ন রাজনৈতিক ভাবনার সংঘর্ষের প্রতীক হয়ে উঠছে। একদিকে দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে আগ্রাসী সংগঠনভিত্তিক লড়াই; দুয়ের টানাপোড়েনে ভোটের ময়দান আরও উত্তপ্ত হতে বাধ্য।

প্রসঙ্গত, মৌলালিতে কংগ্রেস দপ্তরে ভাঙচুর এবং রাহুল গান্ধি পোস্টারে কালি লেপে দেওয়ার ঘটনায় রাকেশ সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। বিহারে রাহুল গান্ধির মিছিল থেকে বেশ কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়! তার প্রতিবাদে এই কলকাতায় কংগ্রেস দপ্তরে এই হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন রাকেশ সিং। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের সূত্রেই গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ট্যাংরা এলাকা থেকে রাকেশ সিংকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় তাঁর অনুগামী একাধিক নেতাকেও। এমনকী বিজেপি নেতার ছেলে শিবম সিংকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

রাজ্যজুড়ে অব্যাহত ঝড়বৃষ্টি, বেশ কিছু জেলায় কমলা সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চৈত্রের শেষভাগে আবহাওয়ার নাটকীয় বদল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে স্পষ্ট; দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ, বিস্তীর্ণ এলাকায় ঝড়বৃষ্টির দাপট চলবে আরও কয়েকদিন। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের কথামতোই, বিকেল গড়াতেই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শুরু হয়। সঙ্গে ঘণ্টায় ৬০-৭০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে থাকে। এই অবস্থায় উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বাড়তি সতর্কতা জারি হয়েছে। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ, সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের আপাতত জলযাত্রা এড়িয়ে চলাই নিরাপদ। আবহাওয়া দপ্তরের বুলেটিন অনুযায়ী, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ৭০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে তীব্র কালবৈশাখীর জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্ব বর্ধমান, হুগলি এবং উত্তর ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। মূলত বিহার থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখা এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আসা প্রচুর জলীয় বাষ্পের কারণে এই বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরের জেলাগুলিতেও ঝোড়ো হাওয়ার পাশাপাশি প্রবল বৃষ্টি হয় বলে জানা গিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবারও দুর্যোগ পুরোপুরি কাটবে না। দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর এবং দুই ২৪ পরগনায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে, যার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে মাঝারি বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আবহাওয়াবিদদের ইঙ্গিত, শুক্রবারের পর থেকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। ততদিন পর্যন্ত প্রকৃতির এই 'ঝড়ো মেজাজ'-ই রাজ্যের দৈনন্দিন ছন্দকে প্রভাবিত করবে; এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের।

জেলা সফর ঘিরে বিতর্ক, সিইওর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে নন্দীগ্রাম আবারও রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। এবার নিশানায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। তাঁর সাম্প্রতিক সফর ঘিরে সরব তৃণমূল কংগ্রেস, সরাসরি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে দলটি।

তৃণমূলের অভিযোগ, স্পর্শকাতর বুথ পরিদর্শনের সময় সিইও-র পাশে দেখা গিয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতাকে। দলটির এক নেতার কথায়, একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক কীভাবে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন, সেটাই বড় প্রশ্ন। তাঁদের আশঙ্কা, এতে ভোট প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। চিঠিতে কমিশনের কাছে একাধিক দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। অভিযোগ খতিয়ে দেখে অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে হবে, এমনই দাবি দলের। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে ব্যাখ্যা তলব ও প্রয়োজনে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। অন্যদিকে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, পূর্ব মেদিনীপুর সফরে গিয়ে নিয়মমাফিক বৈঠক ও মাঠপর্যায়ের পরিদর্শনই করেছেন সিইও। ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা ছিল তাঁর। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে একটাই; নির্বাচনের আগে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা কতটা অটুট থাকছে? রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বিতর্কের প্রভাব ভোটের আবহে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

ছেঁড়া চটি, ‘২৬’-এর ইঙ্গিত? রুদ্রনীলের পোস্টে তপ্ত রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে প্রতীকী বার্তার তীব্রতা বাড়াচ্ছেন শিবপুরের বিজেপি প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ। তাঁর সাম্প্রতিক সোশ্যাল পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা। পোস্টে দেখা যাচ্ছে, নীল-সাদা হাওয়াই চটি পরা একটি পা; যার স্ট্র্যাপ ছিড়ে গিয়েছে। ছবির পাশে স্পষ্ট '২৬' লেখা। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ব্যাখ্যা, এটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পরিচিত ভাবমূর্তির প্রতীকী উপস্থাপন, যেখানে ছেড়া চটি দিয়ে আসন্ন নির্বাচনে বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। রুদ্রনীলের মতে, এটা সরাসরি আক্রমণ নয়, বরং সময়ের ইঙ্গিত; মানুষ বুঝতে পারছে। যদিও বিরোধী শিবির তাতে তীব্র আপত্তি তুলেছে। এক তৃণমূল নেতা বলেন, এই ধরনের কুরুচিকর ইঙ্গিত রাজনীতির মান নামিয়ে দেয়। ছবির আর একটি দিক নিয়েও আলোচনা চলছে; একটি শতাংশের চিহ্ন, যা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বিশ্লেষকদের মতে, এই পোস্ট স্পষ্ট করে দিচ্ছে; ভোটের লড়াই এখন শুধু মঞ্চে

পোস্টাল ভোটে নজরদারি বাড়াল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে ভোটপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পোস্টাল ব্যালট ব্যবস্থায় কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট, ভোটগ্রহণের প্রতিটি ধাপে থাকবে বাড়তি সতর্কতা এবং প্রশাসনিক তৎপরতা।

কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা কর্মীদের নির্দিষ্ট কেন্দ্রেই পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে হবে। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ভোটারদের জন্য আলাদা পোস্টাল ভোটিং সেন্টার নির্ধারিত হয়েছে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় নজরদারি বাড়াতে প্রতিটি কেন্দ্রে 'মাইক্রো অবজারভার' নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এক কমিশন আধিকারিকের কথায়, ভোটের প্রতিটি ধাপ যেন নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, জেনারেল ও পুলিশ অবজারভারদের দিনে একাধিকবার কেন্দ্র পরিদর্শন করতে হবে এবং কোনও অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করতে হবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়া নিয়ন্ত্রণ থাকবে। অনুমোদিত ব্যক্তিদের ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না; স্পষ্ট বার্তা কমিশনের।

প্রতিটি কেন্দ্রে সিসিটিভি নজরদারি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং সেই ফুটেজ সংরক্ষণ করাও জরুরি। ভোটের আগে এই বাড়তি কড়াকড়ি ঘিরে প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা বেড়েছে। কমিশনের বার্তা পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভোটেই জোর।

প্রচারে বালিগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

মিড ডে মিলের টাকা খরচ হচ্ছে অন্য খাতে, বলছে খোদ শিশু কমিশন

মিড ডে মিলের টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে অন্য খাতে। কোনও জেলায় সেই টাকায় নাকি ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও হচ্ছে! না, রাজ্যের কোনও বিরোধী দল এই অভিযোগ করেনি। অভিযোগ করছে, খোদ রাজ্য সরকার নিযুক্ত শিশু কমিশন। অভিযোগ পেয়ে এখন নাকি তদন্ত শুরু করেছে স্কুল শিক্ষা দফতর। কিন্তু নির্বাচনে ব্যস্ত থাকার অজুহাতে অনেকগুলি জেলা নাকি স্কুলশিক্ষা দফতর চাওয়ার পরও কোনও রিপোর্ট দিতে পারেনি। এটাই হল রাজ্য প্রশাসনের হাঁড়ির হাল। মিড ডে মিল হল রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের নূন্যতম পুষ্টি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যা বরাদ্দ তাও জোটে না। খাদ্যশস্য স্কুলে পৌঁছানোর আগে মাঝখান থেকে তার অনেকটাই হাওয়া হয়ে যায়। এভাবেই চলছে। কিন্তু এ তো একেবারে পুকুর চুরি! মিড ডে মিলের বরাদ্দটাই হাওয়া হয়ে যাচ্ছে কর্তাদের কৃপায়। জানা যাচ্ছে, চলতি বছরের জানুয়ারিতে রাজ্যের শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন প্রথম বিষয়টি সামনে আনে। তাঁরা অভিযোগ করে, কয়েকটি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যবহার করা হয়েছে মিড ডে মিলের টাকা। গত ডিসেম্বরে ওই প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানিয়ে শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন এর সত্যতা জানতে চায় স্কুল শিক্ষা দফতরের কাছে। এরপরই দফতরের তরফে শুরু হয় তদন্ত। কোনও জেলা স্কুল পরিদর্শকের অফিসে থেকে মিড-ডে মিলের অর্থ স্পোর্টস কমিটিতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কি না, তাও জানতে চেয়েছিল কমিশন। কিন্তু অভিঢ়োগ পেয়ে তদন্ত শুরু হলেও গত তিন মাসে ওই তদন্তে কোনও অগ্রগতি হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। তিন মাস পেরিয়ে গিয়েও জানা গেল না, এর সত্য, মিথ্যা। ফলে গত ১৬ মার্চ ফের সৃকুল শিক্ষা দফতরে চিঠি দিয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়েছে কমিশন। তারপরই নড়েচড়ে বসে দফতর। গত ২৩ মার্চ রাজ্যের সব জেলাশাসক, শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক, জিটিএ-র এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং কলকাতার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যানকে দ্রুত তদন্ত করে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর। এখন দেখার এই তদন্ত কবে শেষ হয়।

রাজধর্ম পালনে পরিবর্তিত নরেন্দ্র মোদী, নিষ্ফলা মমতা

সুবীর পাল

'বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আলপনা, জাতির সৌভাগ্য-সূর্য আজ অস্তাচলগামী।' শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর লেখা 'সিরাজদৌল্লা' নাটকের এই সংলাপ আজকের বাংলায় কি অদ্ভুত ভাবেই না প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, তাই না?

সৌজন্যে সেই এক এবং একমেবাদ্বিতীয়ম প্রশাসনিক বীজমন্ত্র - 'রাজধর্ম'। আজকের এই বঙ্গজ রাজধর্মের প্রতি কে তাকে আশা দেবে? কে দেবে ভরসা? আর কেই বা আশ্বস্ত করবেন? যিনি করবেন তিনি গদিতে বিরাজমান অথচ দায়বহণের বেলায় যে পাক্কা হাত ধোয়া ভোট-পাখি। তাই তো 'স্মরণে আসে মোরে' 'সখী যাতনা কাহারে কয়?' রবীন্দ্রনাথের রচিত এই সঙ্গীতের এমনটা যদি প্যারোডি করা যেত। 'রাজ্যবাসী রাজধর্ম কাহারে কয়?' 'তবে কেমন হতো তুমি বলতো?'

এই রে বেছে বেছে এমনতর বেয়াড়া প্রশ্ন আবার তোলা হচ্ছে কেন? প্রকৃতির খেয়ালে যে বাংলায় এখন ঋতুরাজ বসন্তের শেষ অধ্যায়ের স্পেল চলছে। তেমনি সাংবিধানিক দৌলতে যে এই রাজ্যে জমিয়ে আসর বসেছে নির্বাচনী মরশুমের। ফাটাফাটি 'খেলা হবে খেলা হবে' বিধানসভার ২৯৪ আসনে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো সাফ বলে দিয়েছেন, 'দেশের নির্বাচন কমিশন ভোট নির্ঘন্ট ঘোষণা করে দিয়েছে। সুতরাং ওইসব প্রশাসনের পুরোমাত্রার দায় বর্তায় এখন সংশ্লিষ্ট কমিশনের উপর।' অতএব যদিও তিনি সিটিং চিফ মিনিস্টার। কিন্তু রাজধর্মের দায় নাকি এখন তাঁর উপরে একদমই বর্তায় না।

সুতরাং বাংলার এই ভোটের হাটের ভরা চড়া দুপুরেও প্রশ্নটা তো উঠে আসবেই রাজধর্মের প্রবল প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে। তা শাসকের এ হেন প্রশ্ন পছন্দ হোক কি না হোক। অন্তত বেচারা আম আদমি ভোটারেরা যখন ইভিএমের বোতাম টেপার অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন তখন তাঁদের মাথায় তো বনবন করে এই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাবেই খাবে। বিশেষ করে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এই প্রসঙ্গটি যখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেই সম্প্রতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নানা তারিখে। সুস্পষ্ট ভাষায় বারেবারে।

রাজধর্ম বলতে আক্ষরিক অর্থে কি বোঝায় বাংলার অভিধানগত ভাবধারায়? উত্তরটা হলো, রাজধর্ম বলতে বোঝায় একজন রাজা বা শাসকের কর্তব্য, নীতি ও দায়িত্ব, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর রাজ্যের ও প্রজাদের কল্যাণ নিশ্চিত করবেন। নিরপেক্ষ ন্যায় নীতি পালনের মধ্যে দিয়ে। রাজধর্মের মূল বিষয়গুলো ন্যায়বিচার করা - সকলের প্রতি সমান বিচার করা। প্রজাদের রক্ষা করা - নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এবং সুশাসন প্রদান - আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, কল্যাণমূলক কাজ করা এবং মানুষের উন্নতির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করা। এছাড়া সত্য ও নীতির অনুসরণ - সততা বজায় রাখা অক্ষরে অক্ষরে।

উপরিউক্ত মর্মার্থ যুক্ত রাজধর্মের আতস কাঁচের নিচে একবার ভাবুন তো যদি অধুনা পশ্চিমবঙ্গকে তুলে ধরা হয়, তবে প্রকৃতই রাজধর্মের পরমাণুর ভগ্নাংশের শর্তও কি এই অহং অস্মিতার মুলুকে মান্যতা পেয়ে এসেছে বিগত বেশ কয়েক বছর যাবৎ? কেন, কেন, কেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে অতি সম্প্রতি বলতে হয়েছে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে নিশানা করে, 'সব চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হলো আপনার রাজ্যে সব কিছু নিয়ে রাজনীতি করা হয়। আদালতের নির্দেশ মানার ক্ষেত্রেও রাজনীতি চলে। আপনি কি মনে করেন যে আমরা কিছুই জানি না কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে?' এখানে উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট বাংলার মালদায় অবস্থিত মোথাবাড়ির ভয়াবহতার ঘটনার কথাই পর্যালোচনা করে এমন ভয়ঙ্কর মন্তব্য করেছে।

এখানেই শেষ নয়। মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কাটাছেঁড়ায় তীক্ষ্ণ ভাবে বিদ্ধ হয়েছেন রাজ্যের বর্তমান স্বরাষ্ট্রসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়াল। প্রধান বিচারপতি তাঁকে কৈফিয়ৎ চান 'কেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ফোন ধরেননি?' উত্তরে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, তিনি দিল্লিতে কাজে গিয়েছিলেন। দুপুরে বিমানে ছিলেন। তাঁর ফোনে কোনও কল যায়নি। এমন অজুহাত শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনি মোবাইল নম্বর কেন শেয়ার করেননি? আপনার কাছে রাতে ফোন এসেছে। যখন আপনি প্লেন থেকে নেমে গিয়েছেন। আপনাকে ফোনে পাওয়া যায়নি। নিষ্ক্রিয়তার একটা লিমিট থাকা দরকার। শুধুমাত্র এই ক্ষেত্র নয়, অন্য জায়গাতেও যেভাবে আপনারা উদাসীন তাতে রাজ্যে সবকিছু ঠিক নেই। এই ঘটনায় আপনি এবং আপনার প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আপনার নিষ্ক্রিয়তার কারণেই নির্বাচন কমিশনকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে। আপনার পদমর্যাদা এতটাই বেশি যে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মতো ছোট মানুষরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না। দয়া করে নিজেকে একটু নিচে নামিয়ে আনুন। যাতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মতো সাধারন নগণ্য মানুষেরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

মোথাবাড়িতে যখন বন্দি হয়ে যান বিচারকেরা। মারমুখী দেশদ্রোহীদের নারকীয় আক্রমণাত্বক দাপটে মহিলা বিচারপতি আর্তনাদ করতে থাকেন চলতি মাসের প্রথম দিনেই। ঠিক সেই সময় স্থবির উদাসীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্রেফ কংগ্রেস, বিজেপি বা মিমের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিষোদগার করেই নিজের দায় ঝেড়ে ফেলেন। উল্টে স্যার নিয়ে ক্রমান্বয়ে উষ্কানিমূলক ভাষণ নাগাড়ে দিয়েই চলেছেন নন স্টপ মোডে। এমনকি প্রকাশ্য ভাষণের মধ্যে দিয়ে তিনি রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পরিবার তুলে যথেচ্ছ অশ্লীল শব্দও ব্যবহার করেছেন নির্লিপ্ত ভাবে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও কোচবিহার থেকে বলতে শোনা গেছে, 'এই রাজ্যের নির্মম সরকারের বেলাগাম একপেশে তোষণ নীতির জন্য আজ সমগ্র বিশ্বের কাছে বাংলার মাথা হেঁট হয়ে গেছে।'

অন্যদিকে গত মার্চ মাসে উত্তরবঙ্গ সফরে এসে নিজেই রাজ্য প্রশাসনের হেনস্থার শিকার হোন বলে খেদ প্রকাশ করেছিলেন খোদ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। প্রশাসন থেকে তাঁর নির্দিষ্ট সভাস্থল পরিবর্তন আচমকা করে দেওয়া হয়েছিল। অথচ খোদ রাষ্ট্রপতি ওই স্থানে গিয়ে বুঝিয়ে দেন, রাজ্যের তোলা নিরাপত্তা ইস্যুটি আদপে সারবত্তাহীন। আর তাতেই ক্ষেপে যান মুখ্যমন্ত্রী। সমস্ত শিষ্টাচার শিকেয় তুলে রাষ্ট্রপতিকে আক্রমণ করে বসলেন তিনি, 'মাননীয় রাষ্ট্রপতি তাঁকে আমরা সম্মান করি। তাঁকে দিয়েও পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে। বিজেপির অ্যাজেন্ডা বেচতে। আই অ্যাম সরি ম্যাডাম। আই হ্যাভ গ্রেট রিগার্ডস ফর ইউ। বাট ইউ আর ট্র্যাপড বাই দ্য বিজেপি, বিজেপি'স পলিসি, বিজেপি'স ইনস্ট্রাকশন।' দেশের রাষ্ট্রপতিকে এরকম নজির বিহীন বর্বরোচিত আক্রমণ ভারতের কোনও মুখ্যমন্ত্রী দেশ স্বাধীনোত্তর কালে কখনও যে করেননি তা জোর গলায় বলা যায়। বাংলার অস্মিতার মাটিতে রাষ্ট্রপতির প্রতি অসম্মানের অভিঘাত এতটাই নিম্নমুখী হয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন এক্স হ্যান্ডেলে, 'পিছিয়ে পড়া জনজাতি সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রপতি যে যন্ত্রণা এবং উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেছেন, তা ভারতবাসীর মনকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে।'

এরপরেও কি আমাদের মতো সাধারণ বাঙালিকে বলতেই হবে, জীবনানন্দের 'আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়' প্রকৃতই রাজধর্ম পালিত হয়ে চলেছে মসৃণ গতিতে। নাকি বিভিন্ন 'শ্রী প্রকল্প অনুদান' গ্রহণে নূহ্য একাংশ বঙ্গবাসী ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এখনও বলেই যাবেন, 'এই বাংলা হলো মমতাময় রাজধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পীঠস্থান।' আহারে, ওই ঐতিহাসিক দার্শনিক উক্তিটা যদি আলেকজান্ডার এমনটা বলতেন, 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই পশ্চিম বাংলাদেশ।'

রাজধর্ম নিয়ে আমাদের দেশে এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত রয়েছে। সময়টা ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। গোধরা কাণ্ডে উত্তাল সারা দেশ। এরই বদলায় আহমেদাবাদেও শুরু হয়েছিল দাঙ্গা। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল যে সেই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সাংবাদিক সম্মেলন করে বসলেন গুজরাটের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পাশে বসিয়ে। একবারে কেতাবী দার্শনিক ভাষায় বলেছিলেন, 'রাজা কে লিয়ে, চিফ মিনিস্টার কে লিয়ে, মেরা এক হি সন্দেশ হ্যায়, উহ রাজধর্ম কা পালন করে। রাজা কে লিয়ে, শাসক কে লিয়ে, প্রজা প্রজা মে ভেদ নেই হো সাকতা, না জন্ম কে আধার পর, না জাতি কে আধার পর, না সম্প্রদায় কে আধার পর। মুঝে বিশওয়াস হ্যায় কে নরেন্দ্র ভাই ইয়ে কর রহে হ্যায়।' পাশে বসে থাকা নরেন্দ্র মোদী তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করে জানান, 'হাম তো ওহি কর রহে হ্যায় সাব?

যদিও পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ থেকে নরেন্দ্র মোদীকে বেকসুর মুক্তি দেয়। তিনি ২০১৪ থেকে এযাবৎ কাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন রয়েছেন। অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তিনি হলেন আমাদের দেশের অন্যতম সফল প্রধানমন্ত্রী। দেশের সামরিক সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি আজ সারা বিশ্বের চতুর্থ স্থানে পর্যবসিত। তাঁর এই দেশীয় স্তরের সাফল্যের মুন্সীয়ানা ছাড়াও তিনি আজ বিশ্ব নেতৃত্বের একেবারে প্রথম শ্রেণির সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বনেতা। আসলে আজকের দিনে এটাই ধ্রুব সত্য, রাজধর্ম পালনের নিরিখে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে নিজেকে বদলাতে পেরেছিলেন ইতিবাচক আত্ম অনুশীলনে, তথাপি আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু সেই নেতিবাচক তকমা আজও নিজের পদমর্যাদা থেকে ধুয়ে মুছে সাফ করতে ব্যর্থই থেকে গেলেন। এটাই বর্তমান বাংলা অস্মিতার চরমতম দুর্ভাগ্য।

এই তো সেদিনের কথা। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে রীতিমতো ফের তিরস্কার করে বসলো। আদালত ভর্ৎসনা করে মত প্রকাশ করে, 'প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসন ব্যর্থ হলে আমরা জানি সেক্ষেত্রে কি করতে পারি?' কি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়া, এরপরেও কি আপনি বলবেন সাম্প্রতিক আমলে রাজধর্ম ঠিকঠাক পালিত হচ্ছে আপনারই সাধের 'জয় বাংলা'য়?

জানি বিপজ্জনক উত্তর আপনি বরাবর এড়িয়ে যান। তবে আপনি জানেন নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রী ম্যাডাম, আপনার ভীষণ লালিত সঙ্গীত শিল্পী সুমন কবীরের একটা স্বরচিত গান আছে না? 'প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা।'

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন হোক রক্তপাতহীন

বেবি চক্রবর্তী

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল নির্বাচন। এটি শুধুমাত্র একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নয়, বরং জনগণের মত প্রকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের রাজ্যে নির্বাচন এলেই উৎসবের আবহ অনেক সময় আতঙ্কে পরিণত হয়। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সংঘর্ষ, হিংসা, মারামারি এবং দলাদলির ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়ে। খুন- বন্দুক- গুলি - অরাজকতা

প্রতিবার নির্বাচনের সময় আমরা দেখি, সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বলি হন নিরীহ নাগরিকরা।

বহু ক্ষেত্রে ভোটাররা ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোতেও সাহস পান না। ফলে গণতন্ত্রের মূল চেতনা;স্বাধীন ও নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ;বাধাগ্রস্ত হয়। প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও, বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই সেই ব্যবস্থা যথেষ্ট কার্যকর হয় না বলেই প্রশ্ন উঠছে।

দেশের অন্যান্য বহু রাজ্যে নির্বাচন তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। সেখানে ভোট মানে উৎসব, অংশগ্রহণ ও গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার এক আনন্দময় পর্ব। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বারবার তার ব্যতিক্রমী চিত্র সামনে আসে, যা আমাদের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর জন্য উদ্বেগজনক।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তন জরুরি। যখন হিংসা — দলাদলি — অরাজকতা — সংবাদমাধ্যমে আক্রমণ অবকাশে সবই লাগে এক। ঘাস— হাত — পদ্ম — কাস্তে— হাতুড়ি — তারা।

তবে যাইহোক রাজনৈতিক দলগুলিকে আরও দায়িত্বশীল হতে হথবে এবং হিংসার পথ পরিহার করতে হবে। প্রশাসনকে আরও কঠোর ও নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে হবে, যাতে আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকে।

পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের মধ্যেও সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন, যাতে তারা ভয় কাটিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। আমরা চাই নির্বাচন হোক সত্যিকারের উৎসব;অবাধ, সুষ্ঠ, শান্তিপূর্ণ এবং রক্তপাতহীন।

গণতন্ত্রের এই মহান প্রক্রিয়া যেন আর কোনো সাধারণ মানুষের জীবনে ভয় বা অনিশ্চয়তার কারণ না হয়ে ওঠে;এই প্রত্যাশাই আশ্বস্ত বিশ্বাস সুদূর প্রসারী গগনচুম্বী জয়ের উন্মাদনায় খুশির আবিরে যেন লাল রক্তের স্রোত যেন না বয়। অঝোরে না হারিয়ে যায় কোন প্রাণ। রাজনীতি থাকুক বাস্তবের ময়দানে ঠান্ডা লাড়াইয়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক। আবেশ এর হৃদয়ে জাগুক মানবিকতা।

শব্দছক ১২৫

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯					১০
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. বিচারকর্তা ৪. সোচ্চার ৬. তৈল নিষ্কাশন ব্যবসায়ী ৭. কার্ডের বিনিময়ে খাদ্যশস্যের সরকারী বন্টন ব্যবস্থা ৯. দনুজ নিপাতনকারী দুর্গা ১১. তহবিল ১৪. দৈত্য ১৬. যিনি ভজন গায়নে বিলাস করেন ১৯. নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন যিনি ২০. খাদ্যপূর্ণ আহার-থালি ২১. যা দিয়ে খাতা বই তৈরী হয় ২২. সায়ং-এর সময়

ওপর-নিচ: ১. বিকাশ ঘটেছে যার ২. ভালোভাবে চলে যা ৩. হাতি ৪. তালিকা ৫. অরণ্য ৮. জল-কে সঙ্গে ধরে ৯. গোষ্ঠী ১০. লাফানো ১২. বর্তমানে স্থিত হওয়া ১৩. পদ্য বা ছড়া ১৪. চাকরানী ১৫. আঁকাবাঁকা ভূমি সম্বলিত ১৬. স্বামী ১৭. মুসলিমদের ঈশ্বর বা আল্লাকে শ্রদ্ধাকরে অর্চনা ১৮. লোভ ২০. পক্ক

সমাধান ১২৪ — পাশাপাশি: ১. অন্তর ৩. অররোধ ৫. মাধব ৬. কানা ৭. শনশন ৯. কথক ১০. ভাইপো ১২. করতাল ১৪. রক্ত ১৫. বাদশা ১৭. মনোভাব ১৮. দনুজ

ওপর-নিচ: ১. অদ্য ২. রমানাথ ৩. অবশ ৪. ধরন ৬. কাকভোর ৮. শক্তপোক্ত ১১. ইরশাদ ১২. কলম ১৩. লবাব ১৬. গজ

আজকের দিন

- **১৯৬৭** — প্রথম বোয়িং ৭৩৭-১০০ বিমানটির প্রথম উড্ডয়ন সম্পন্ন হয়।
- **১৯৬৯** — ব্রিটেনে নির্মিত প্রথম কনকর্ড ০০২ তার প্রথম উড্ডয়ন সম্পন্ন করে।
- **১৯৮৯** — সোভিয়েত সেনাবাহিনী জর্জিয়ার তিবলিসিতে একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং এতে ২০ জন নিহত হন।

জন্মদিন

১৯৪৮ রাজনীতিবিদ ও অভিনেত্রী জয়া বচ্চনের জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জয়রাম রমেশের জন্মদিন।
১৯৮৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী স্বরা ভাস্করের জন্মদিন।

জয়া বচ্চন

চর্চাবাসর ১২২

বাংলা শব্দ 'বিকাশ' (Bikash) এর মূল সংস্কৃত 'বি' (বি + কাশি) থেকে এসেছে, যা প্রস্ফুটিত হওয়া, প্রকাশ, প্রসার বা শ্রীবৃদ্ধি বোঝায়। এটি একটি তৎসম শব্দ, যা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং পরবর্তীতে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। এর অর্থ বিকাশ বা উন্নতি।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

‘বাতিল ভোটারদের জন্য দরকারে ফের আমি কোর্টে যাব’

হুগলি থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে আক্রমণ মমতার

বনস্পতি দে

বলাগড় ও শ্রীরামপুর: বুধবার হুগলিতে তিনটি জায়গায় নির্বাচনী সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরামবাগ, বলাগড় ও শ্রীরামপুর। এদিন ঠিক দুপুর তিনটের কাছাকাছি শ্রীরামপুরে জনসভায় আসেন তিনি। বক্তব্য রাখতে উঠে বিজেপিকে চাঁচাছোলা ভাষায় তীব্র আক্রমণ করেন। সঙ্গে এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখার প্রথম দিকে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন, ‘যে সমস্ত ভোটারের নাম ট্রাইবুনালে আছে সেগুলোর কত দূর অবস্থা?’ কল্যাণ তাঁকে এই নিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তারপরই মমতা বলেন, ‘ট্রাইবুনালে যেগুলো আছে, তা সম্পূর্ণ হওয়া নিয়ে সংশয় আছে।’ এরপর তীব্র ভাষায় তিনি বলেন, ‘এসআইআর করে অনেক নম্বর দিয়েছে, তারা জানে না মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে অন্যত্র চলে গেলে তাদের পদবী চেঞ্জ হয়। সেগুলো তাঁদের জানা উচিত। এইভাবে অনেক নাম বাদ দিয়েছে। কেউ কেউ বিচারককে দিয়ে যা তা করছে। থাক ওসব আর বলবো না। এসআইআরে আড়াইশো জন মারা

গিয়েছে। তাঁদের আত্মা শান্তি পাচ্ছে না। ভ্যানিশ কুমার সব ভ্যানিশ করে দিচ্ছে। আর মোটা ভাই সব বাদ দিয়ে দিচ্ছে। সব খেয়ে নিচ্ছে। সব চেটে খাচ্ছে। তাঁর আশা পূর্ণ হবে না, আবার বলে এক মাহিনা থাকবো, অসুবিধার কি আছে ৩৬৫ দিন থাকুক।’ এখানেই শেষ নয়। মমতা আরও বলেন, ‘ওরা কে, কি খাবে সেটা ঠিক করে দেবে? অন্য রাজ্যে মাছ, মাংস, ডিম নিষিদ্ধ। এরপর এখানে আসলে আপনাদের সেটাও খেতে দেবে না। এটা ভালো করে মনে রাখবেন।’ মমতা আরও বলেন, ‘বাংলা ভাষাকে ওরা সহ্য করতে পারে না। বাইরের রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই চলে অত্যাচার। ওরা বাংলায় লক্ষ্য লক্ষ্য কেন্দ্রীয় বাহিনী আনছে। মা-বোনেদের বলি আপনারাও ঝাড়ু রেডি রাখবেন। কোন হুমকির কাছে মাথা নোয়াব না। আমি বেঁচে থাকতে বাংলার অমর্যাদা হতে দেব না।’ এরপর কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা তুলে ধরে বলেন, ‘কেন্দ্র আমাদের সব সময় বঞ্চনা করে পাওনা তিন লক্ষ কোটি টাকা দেয়নি। আমাদের পয়সা দিয়ে সব প্রকল্প করেছি। এসআইআর নিয়ে যাদের নাম বাদ দিয়েছে ভ্যানিশ কুমার। দরকার হলে আপনাদের জন্য আবার আমি কোর্টে যাব। জোরের সঙ্গে বলে যাচ্ছি কিছুতেই ছাড়বো না।’

বালুরঘাটের প্রার্থী বিদ্যুৎ রায়ের সমর্থনে ময়দানে সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে কোমর বেঁধে প্রচারে নেমেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। বুধবার সকালে বালুরঘাটের ব্যস্ততম বড়বাজার এলাকায় দলীয় প্রার্থী বিদ্যুৎ কুমার রায়ের সমর্থনে এক বর্ণাঢ্য প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এদিন সকাল থেকেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এলাকার অলিগলি এবং জনবহুল বাজার এলাকায় ঘরে ঘরে পৌঁছান নেতৃত্ব। প্রচার চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন ডঃ সুকান্ত মজুমদার। এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতিই ছিল এই প্রচারের মূল কেন্দ্রবিন্দু। পেশায় আইনজীবী ও সমাজকর্মী বিদ্যুৎ কুমার রায়কে একজন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরছে গেরুয়া শিবির। দলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, বিদ্যুৎবাবুর পেশাদার অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ নির্বাচনে বাড়তি সুবিধা দেবে।

আজ হাড়োয়ায় জনসভা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: বিধানসভা নির্বাচনে হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মুফতি আব্দুল মাতিন ও মিনাখাঁ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী উষারানি মণ্ডলের সমর্থনে বৃহস্পতিবার প্রকাশ্য নির্বাচনী জনসভা করবেন তৃণমূলনেত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাড়োয়া সার্কাস ময়দানে দুপুর ১১টা নাগাদ তিনি সভা করবেন। জনসভার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। বুধবার এই বিশেষ প্রস্তুতি শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বুরহানুল মোকাদ্দিম ওরফে লিটন, প্রার্থী মুফতি আব্দুল মাতিন, ঊষারানি মণ্ডল, এছাড়াও ছিলেন শফিক আহমেদ, আব্দুল খালেক মোল্লা, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, ফরিদ জমাদার-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা কর্মীরা।

বিজেপি প্রার্থীর দাদাগিরি!

বাড়ি মালিকদের অনুমতি ছাড়াই দেওয়ালে পোস্টার

অভিযোগ পেয়ে খুলল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন আগে কাঁকসার বাঁশকোপা গ্রামে প্রচারে আসে দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিদায়ী পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের প্রতিপক্ষ এবার। বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তিনি নাকি গ্রামবাসীদের কাছে অনুমতি না নিয়েই তাঁদের বাড়ির দেওয়ালে প্রচারের ব্যানার পোস্টার লাগিয়ে দিয়ে চলে যান। গোটা বাঁশকোপা গ্রাম জুড়ে বিজেপি, তৃণমূলের পোস্টার ও ব্যানারে ছয়লাপ হয়ে যায়। মঙ্গলবার রাতে গ্রামবাসীরা নির্বাচন কমিশন ও কাঁকসার বিডিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার দুপুরে গ্রামে পৌঁছায় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ও কাঁকসা থানার পুলিশ। কমিশনের আধিকারিকরা যে সমস্ত বাড়ির মালিকদের অনুমতি ছিল না তাঁদের ভিডিও বয়ান রেকর্ড করে বাড়ির দেওয়াল থেকে ব্যানার, পোস্টার ও দলীয় পতাকা খুলে নিয়ে যায়। কারোর অভিযোগ, তিনি বাড়ি ছিলেন না। সেই সময় এই সমস্ত পোস্টের লাগানো হয়েছে। বাড়ি ফিরে তিনি পোস্টার লাগানো দেখতে পান। কারোর আবার অভিযোগ যেখানে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হয়, তার কাছেই নিয়ম না মেনে বিজেপি কর্মীরা পোস্টার লাগিয়ে চলে যায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, যিনি বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। তাঁকে তাঁরা কোনওদিনও দেখেননি গ্রামে। হঠাৎ করে একদিন প্রচার করতে এসে এই কাণ্ড ঘটিয়ে গেছে। এই ঘটনায় বিজেপির ওপর রীতিমতো ক্ষুব্ধ ওই গ্রামের মানুষ। তাঁরা জানিয়েছেন, গ্রাম জুড়ে একটা শান্তির পরিবেশ রয়েছে। এই কারণে গ্রামে শান্তির পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তথা তৃণমূল নেতা পান্না ঘোষ জানিয়েছেন,‘রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে গ্রামে প্রদীপ মজুমদারের সমর্থনে লাগানো ব্যানার পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা এই বিষয়ে কিছুই বলেননি। সেটা বলতে গিয়ে উল্টে তাঁদের উপরই দোষ চাপাচ্ছে বিজেপি। গ্রামের মানুষ প্রদীপ মজুমদারকে ভালোবাসেন। সুযোগ পেলেই গ্রামে আসেন সেটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোক বা খে লাধুলো। প্রদীপ মজুমদারকে নিয়ে বিজেপি প্রার্থী যেভাবে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেছেন, সেটা তৃণমূল কর্মীদের পাশাপাশি গ্রামের মানুষও মেনে নেননি। তাই গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশনের অধিকরিকরা গ্রামে ঢুকে নিয়ম না মেনে লাগানো সমস্ত ফ্ল্যাগ ফেস্টুন খুলে নিয়ে যায়।’

যদিও এই বিষয়ে বিজেপির জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল দাবি করেছেন, ‘বিজেপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানোর কাজ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ সেটাকে স্বাগত জানাচ্ছে,সমর্থন জানাচ্ছে। কিন্তু তৃণমূল কর্মীরা সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে,ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা করাচ্ছে। নির্বাচনের পর আর কোথাও এই ভয়ের বাতাবরণ থাকবে না। মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে এবং বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসছে।’

মুখ্যমন্ত্রীর সভায় শ্রীরামপুরে দর্শক আসনে আগুন ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীরামপুরের জনসভায় শর্ট সার্কিট হয়ে বিপত্তি। বুধবার সকালে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পরেই হুগলিতে নির্বাচনী প্রচার সভায় হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় বক্তব্য রাখার সময়ে দর্শক আসনের একটি জায়গায় হঠাৎই আগুনের ফুলকি বের হতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থলে হাজির হন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। মঞ্চে তখন বক্তব্য রাখছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্য থামিয়ে দেন।

সঙ্গে সঙ্গে ওই জায়গাটা ঘিরে ফেলে পুলিশ। তবে মঞ্চ থেকেই বিষয়টি নিয়ে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বক্তব্য থামিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কারও একজনের পায়ে লেগেছে মনে হচ্ছে। এসব মিটিংয়ে কেয়ার নেওয়া হয় না কেন? সিকিউরিটি দেখার লোক নেই। ইলেকট্রিসিটি ভালো নয়। যে করেছে তার উদ্দেশ্য ভালো নয়।’ বেশ কিছুক্ষণ পরে নতুন করে বক্তব্য শুরু করেন মমতা। জানা গিয়েছে, মূল মঞ্চের সামনে দর্শকদের বসার জন্য জায়গাটি তৈরি করা হয়েছিল, সেখানেই একটি পোস্টের দু’টি তারের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য আগুনের ফুলকি বেরোয়। একটি খোলা বক্স থেকে শর্ট সার্কিট হয় বলেই প্রাথমিক অনুমান বলে দাবি পুলিশের।

পশ্চিম মেদিনীপুরে জমজমাট প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরে জমে উঠেছে ভোট প্রচার। তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীরা কেউই পিছিয়ে নেই। বুধবার ১৫ নং কুশবসান অঞ্চলের গনুয়া কালী মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে জনসংযোগে অংশ নেন নারায়ণগড়ের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিভা মাইতি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন তিনি। ‘যে লড়ছে সবার ডাকে, সেই বাঁচাবে বাংলা মাকে’ এই স্লোগান সামনে রেখে সমগ্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে উন্নয়নের নিরিখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার করেন প্রতিভাদেবী। নারায়ণগড়ের মানুষের পাশে থেকে আরও বেশি করে সেবা করার প্রতিশ্রুতিও দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ‘কাজের মানুষ, কাছের মানুষ’ হিসেবেই তুলে ধরা হচ্ছে প্রতিভা মাইতিকে। খড়্গপুর গ্রামীণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তপন ভূঁইয়াও পদযাত্রা ও জনসংযোগে জোর দিয়েছেন। বুধবার সকালে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় রাম মন্দিরে পুজো দিয়ে শিরোমণি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রচার শুরু করেন। শিরোমণি দক্ষিণ পাড়া থেকে ধর্মপুর পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার পদযাত্রায় যোগ দেন। পদযাত্রা চলাকালীন এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। জানতে চান তাদের অভাব অভিযোগের কথা। বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বানও জানান।

তপন ভূঁইয়া বলেন, ‘রাজ্যের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে মনস্থির করে ফেলেছেন। এবারে বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন করবে।’ তিনি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি সহ একাধিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের অভাব, আবাস যোজনায় অনিয়ম এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সংকটের বিষয়ও তুলে ধরে বলেন, ‘আমরা এসব দুর্নীতি ও অনিয়ম মানুষের সামনে তুলে ধরছি। শেষ পর্যন্ত মানুষই এর বিচার করবে।’

অন্যদিকে, এদিন খড়্গপুর শহরে শোভাযাত্রা সহকারে প্রচার করেন খড়্গপুর সদরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষও। সকালে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে খড়্গপুর শহরের ৮ নং ওয়ার্ডে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার চালান। শোভাযাত্রা খরিদা বাজার থেকে মন্দিরতলা পর্যন্ত যায়।

এ সময় তিনি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাঁদের মতামত শোনেন। বুধবার সবং বিধানসভা এলাকায় জোরকদমে প্রচার চালিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী মানস ভূঁইয়া। বিষ্ণুপুর ১৩ নম্বর অঞ্চলের দাসপুর বুথে এদিন তিনি মিছিল ও জনসংযোগ কর্মসূচিতে যোগ দেন। জনসংযোগের সময় তিনি সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে যান।

ফর্ম নং ইউআরসি-২
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এতদ্বারা পনেরো দিন পর কিন্তু অতঃপর ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে নিবন্ধকের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, **‘ট্রিডেন্ট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন’**, একটি অংশীদারী প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম ভাগের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :
ক) ম্যানুফ্যাকচারার, প্রোডিউসার, ফ্যাব্রিকেটর, হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা এবং সকল প্রকারের কাস্ট আয়রন প্রোডাক্টস, কাস্ট আয়রন মেশিনারিসহ এবং সীমিত নয় সরঞ্জাম, টুলস, কম্পোনেন্টস, পার্টস, এবং পণ্য ক্ষেত্রে।
খ) ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট, রিসার্চ, প্রসেসিং, কাস্টিং, মেশিন , অ্যাসেম্বলিং, টেস্টিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, প্যাকেজিং, মার্কেটিং, ডিস্ট্রিবিউশন, এবং সংশ্লিষ্ট কাস্ট আয়রন পণ্য রফতানি।
গ) ক্রয়, আমদানি, রফতানি, বিক্রয় এবং লেনদেন কাঁচামাল, আধা তৈরি পণ্য, এবং পণ্য কাস্ট আয়রণ দ্রব্যাদি সরাসরি বা এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, হোলসেলার, বা বিটেলার এর মাধ্যমে ভারতে এবং বিদেশে এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনীয়, তাৎক্ষণিক বা প্রছন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংঘবিধির একটি অনুলিপি অফিস, রুম নং ৪১২ ৭/১ লর্ড সিনহা রোড, লর্ডস বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১-এ, কার্যদিবসে সকাল ১০.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টার মধ্যে পরিদর্শন করা যাবে।
৪. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি আপত্তি জানালে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুড়গাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড ১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাঁর আপত্তি জানাতে পারবেন এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসেও পাঠাতে পারবেন।

ট্রিডেন্ট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন এর পক্ষে
স্বা/- অনুপ কুমার রায়
(ট্রিডেন্ট আয়রন অ্যান্ড স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড-এর অনুমোদিত প্রতিনিধি)
স্থান : কলকাতা **(অংশীদার)**
তারিখ : ০৯-০৪-২০২৬

বাটা প্রপার্টিজ লিমিটেড
CIN: U70101WB1987PLC042839
রেজিস্টার্ড অফিস : ৬এ, এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০১৩
ফোন : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬
ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮৯৫৭৪৮
ই-মেল : share.dept@bata.com

বাটা প্রপার্টিজ লিমিটেডের সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র পাঠিয়ে তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেন বা তাতে কোনো পরিবর্তন আনেন। ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যেন সরাসরি তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে ইমেল ঠিকানা হালনাগাদ করেন।

বাটা প্রপার্টিজ লিমিটেড’এর পক্ষে
স্বা/-
নীতীন বাগারিয়া
স্থান: গুরুগ্রাম ডিরেক্টর
তারিখ : ০৮.০৪.২০২৬ ডিন : ০২৪৫৯৭৮৮

ওয়ে ফাইন্ডার্স ব্র্যান্ডস লিমিটেড
CIN: U19100WB2014PLC204637
রেজিস্টার্ড অফিস : ২০৪, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা : ৭০০০২৯
ফোন : ০৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬
ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৯৫৭৪৮
ই-মেল : share.dept@bata.com

ওয়ে ফাইন্ডার্স ব্র্যান্ডস লিমিটেড-এর সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র পাঠিয়ে তাঁদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেন বা তাতে কোনো পরিবর্তন আনেন। যেসব সদস্যের ডিম্যাট মোডে শেয়ার রয়েছে, তাঁদের সরাসরি তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে ইমেল ঠিকানা হালনাগাদ করতে হবে।

ওয়ে ফাইন্ডার্স ব্র্যান্ডস লিমিটেড’এর পক্ষে
স্বা/-
নীতীন বাগারিয়া
স্থান: গুরুগ্রাম ডিরেক্টর
তারিখ : ০৮.০৪.২০২৬ ডিন : ০২৪৫৯৭৮৮

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড
৭ম তল, ইউনিট নং ৬১১, Adventz Infinity@5, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন-ব্লক, সেক্টর -৫, বিধাননগর, কলকাতা- ৭০০০৯১,
CIN-L65921WB1989PLC047091
ই-মেল -npr1@nprfinance.com ওয়েবসাইট : www.nprfinance.com
ফোন নং - ০৩৩ ৪৮৪৯ ৬৪৯০

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ
ফিজিক্যাল শেয়ার এর ডিমেটেরিয়ালাইজেশন এবং স্থানান্তর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি উল্লেখ্য সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০/০১/২০২৬, অনুযায়ী ০১.০৪.২০১৯ এর পূর্বে ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ বিক্রয়/ক্রয় করা স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন (ডিমাট) এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করেছে।
এই বিশেষ ব্যবস্থা স্থানান্তরের অনুরোধ এর জন্য দাখিল করাগুলি বাতিল/ফেরত/ব্যবস্থিত না হওয়া নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্য কোনও খামতির কারণে সেগুলির জন্যও সুবিধা পাওয়া যাবে। যে সকল শেয়ারসমূহ স্থানান্তরিত হবে সেগুলি আবশ্যিকভাবে অধিগ্রহণকারীর নামে ডিমাট আকারে দাখিল করা হবে এবং সেগুলি ১ (এক) বছরের জন্য স্থানান্তর নথিভুক্তির তারিখ থেকে লক ইন মেয়াদে থাকবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি সংশ্লিষ্ট লক ইন মেয়াদের সময়ে স্থানান্তর/লিয়েন-মার্কড/ প্লেজ করা যাবে না।
বিশেষ ব্যবস্থা ০৫.০২.২০২৬ থেকে ০৪.০২.২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের মেয়াদে কার্যকর থাকবে। উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ অনুগ্রহ করে তাদের স্থানান্তর অনুরোধ প্রয়োজনীয় নথি সহ কোম্পানির আরটিএ-মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮মতল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা ৭০০০১৭ (যোগাযোগ নং (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮, ই-মেল : nichetechpl@nichetechpl.com, ওয়েবসাইট : www.nichetechpl.com) বা কোম্পানির investors@nprfinance.com আরও সহায়তার জন্য উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করতে। উল্লিখিত সেবি সার্কুলার এর বিস্তারিত জানতে কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nprfinance.com) দেখুন।

এনপিআর ফিনান্স লি এর পক্ষে
ঋতিকা বর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এফ ১০২৯১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০৪.২০২৬

punjab national bank
Together for the better

এআরএমবি, মুম্বই সিটি
ইউ.বি.আই টাওয়ার, ৭ম তল, ২৫, স্যার পি এম রোড
ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০ ০০১
ইমেল : **cs6041@pnb.bank.in**

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জামিনদত্ত সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসেরর রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/ প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা (ফার্ম/ কোং) সহ-ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী/ অংশীদারগণ/ ডিরেক্টরগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) ১৩(২) অধীনে ০বকেয়া পরিমাণ, সুদ এবং চার্জ সহ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/কার্যকরী	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	জামিনদত্ত বিনিয়োগকারীগণের জ্ঞানমতে দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১.	পিএনবিএআরএমবি মুম্বই সিটি, শ্রী রাজেশ চক্রবর্তী, ঠিকানা : ১১০১, অরুন্ধতী সিএইচএসএল, প্লট নং ৩৫, সিটিএস ৩৬৬/২১, স্বস্তিক পার্ক, চেম্বুর, মুম্বই- ৪০০০৭১, ঠিকানা : ২য়তল, মেট্রোপলিটান হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড,সেক্টর বি, মৌজা- ধাপা, প্লট নং এ/পি, ১৪৭/বি, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৭৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অদীন জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা যাদবপুর, বর্তমানে তিলজলা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৫	আইপি - ২য়তল, মেট্রোপলিটান হাউসিং সোসাইটি লি., ক্যানাল সাউথ রোড, সেক্টর বি, মৌজা : ধাপা, প্লট নং এ/পি, ১৪৭/বি, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৭৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা : যাদবপুর, বর্তমানে তিলজলা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৫। (বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত সমুদয় ২য় তলা, পরিমাপ ১৩২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং তৎসহ ঢাকা ব্যালকনি পরিমাপ ৫৩ বর্গফুট এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট জি-২ তলা বসবাসের অ্যাপার্টমেন্টে)।	ক) ০১.০৭.২০২৫ খ) ৮৯,৪৪,২২৪.৪৫ টাকা ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক গ) ২১.১১.২০২৫ ঘ) প্রতীকী	ক) ১,০১,২৯,০০০ টাকা, খ) ১০,১২,৯০০ টাকা (২৮.০৪.২০২৬ (বেলা ১১ টা) পর্যন্ত) গ) ২৫,০০০ টাকা	২৮.০৪.২০২৬, সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ০৪ টা পর্যন্ত।	জ্ঞাত নয়

নিয়ম এবং শর্তাদি
১. বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে।
২. সম্পত্তিগুলি ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যেখানে যা আছে’’ এবং ‘‘কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীতী’’ বিক্রি করা হবে।
৩. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে অনুমোদিত কর্মকর্তা এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৪. বিক্রয়টি https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা করা হবে।
৫. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে www.baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৬. যোগাযোগকারী ব্যক্তি শ্রী সুশীল কুমার - ৮৪২০১৯৪৬৭৪, রিজভান আলী - ৭৭৬৮৯৪১২৫৬
৭. কলকাতায় আমাদের সহায়ক সংস্থা ‘‘নির্ঝর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস’’ মোবাইল নম্বর ৯৮৩১৬৮৪৪৪৪
৮. উপরোক্ত যেকোনো আইপি’র জন্য দরদাতা দরপত্র জমা দিতে নির্ধারিত রিজার্ভ মূল্যের অতিরিক্ত ন্যূনতম বর্ধিত পরিমাণ যোগ করতে পারবেন।
দ্রষ্টব্য : কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার/যেকোনো আইপি’র যেকোনো আইনগত পাওনা আইপি’র ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধ করা হবে, ব্যাংক কোনো প্রকার পাওনা বহন করবে না। অতীত/বর্তমান/ভবিষ্যৎ।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ০৯.০৪.২০২৬
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

NOTICE

Schedule of upcoming Investor Awareness Program(s) (IAP)

Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.

In this regard, please see below details of upcoming IAP:

Date of Event	Mode of Participation (Physical / Online)	Time From	Time To	Address / Link for joining webinar
12-04-2026	Physical	12:00 PM	2.30 PM	The Royal Inn Hotel and Banquet, Balurghat City Center, Boro Raghunath, Balurghat, Dakshin Dinajpur, Pin-733103

For any queries/ clarifications please contact : Chiranjib Chatterjee - 9832494245

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

AXIS MUTUAL FUND

One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.
TEL : (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

ANNEXURE 47
FORMATS C-1 TO C-8 and CA
Format C-1
(for candidate to publish in Newspapers, TV)
Declaration about criminal cases

(As per the judgment dated 25 September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 336 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of Indian & Anr.)

Name and address of candidate: **BARNALI DAS, DASGHARA BAZAR PARA, SREEKRISHNAPUR, P.O.- DASGHARA, P.S.- DHANIAKHALI, DIST.- HOOGHLY, WEST BENGAL, PIN- 712402**

Name of political party: **BHARATIYA JANATA PARTY**.

(Independent candidates should write "Independent" here)

Name of Election: **W.B.L.A GENERAL ELECTION 2026,**

*Name of Constituency:**197 DHANEKHALI (S.C.) CONSTITUENCY.**

I **BARNALI DAS,** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

(A) Pending criminal cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
NIL	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**

B) Details about cases of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
NIL	**NIL**	**NIL**	**NIL**
NIL	**NIL**	**NIL**	**NIL**

*In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

Note

1. The particulars regarding criminal cases pending against the candidate shall be in bold letters.
2. The matter in newspapers shall be published in font size of at least 12.
3. Details should be given separately for each case in separate rows.
4. If a candidate is contesting an election on the ticket of a particular party, he/she is required to inform the party about the criminal cases pending against him/her.
5. The candidate shall report about publishing of declaration regarding criminal cases immediately after such publication to the Returning Officer. In addition, he shall submit a report about publishing of the declaration regarding cases in Format C-4 along with the account of election expenses within 30 days of declaration of result of election. (a) In case of elections to the Lok Sabha and the Legislative Assemblies, this shall be submitted to District Election Officer concerned, (b) In case of elections to the Rajya Sabha and the State Legislative Council, this shall be submitted to the Returning officer concerned.

This may be published in Newspapers and TV from the day following the last date for withdrawal of candidature and up to two days before the date of poll.

মোথাবাড়িকাণ্ড-সহ ১২টি মামলার তদন্তের দায়িত্বভার নিল এনআইএ

৪১ জন ধৃত গেল এনআইএ'র হেপাজতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মোথাবাড়িতে এসআইআর বিরোধী আন্দোলনে মোথাবাড়ির ঘটনা-সহ ১২টি মামলার তদন্তের দায়িত্বভার নিল এনআইএ। ১২টি মামলায় ধৃত ৪১ জনকে বুধবার এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এরজন্য অন্যতম অভিযুক্ত মোফাক্কেরুল ইসলাম-সহ ধৃতদের এদিন দুপুরে আনা হয় মালদা জেলা আদালতে। এর মধ্যে রয়েছে মোথাবাড়ি বিধানসভার আইএসএফ মনোনীত প্রার্থী শাহজাহান আলী কাদেরি। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে এদিন ধৃতদের আনা হয় মালদা জেলা আদালতে।

সূত্রের খবর, এনআইএ যে ১২টি মামলার তদন্তভার নিয়েছে, তার মধ্যে ৮টি মোথাবাড়ি থানার অভিযোগ হওয়া মামলা। বাকি চারটি মামলা রুজু হয়েছে কালিয়াচক থানায়। এদিন মোথাবাড়ি কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত হিসাবে ধৃত নেতা মোফাক্কেরুল ইসলাম তাঁর এক সঙ্গী একরামুল বাগানি-কেও মালদা আদালতে তোলা হয়। যদিও এদিন আদালতে যাওয়ার পথে কোনরকম মন্তব্য করেননি ধৃত ওই মিম নেতা মোফাক্কেরুল ইসলাম। এই প্রসঙ্গে ধৃতদের এক আইনজীবী মহম্মদ সেন্টু মিয়া জানিয়েছেন, 'ভুলভাবভাবে মোফাক্কেরুলকে মামলায় জড়ানো হয়েছে। মোথাবাড়িকাণ্ডে উনি ছিলেন না। ১ এপ্রিল ঘটনার দিন ছিলেন সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অবরোধস্থলে। কোথাকার ঘটনা কোথায় এবং কিভাবে কার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা একাধিক আইনজীবী আদালতে প্রশ্ন রাখব।'

উল্লেখ্য, গত ১ এপ্রিল গভীর রাত পর্যন্ত মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে তিন মহিলা-সহ সাতজন বিচারককে ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আটকে রেখে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে বিচারকেরা ঘেরাও মুক্ত হওয়ার পর গাড়ি করে বাড়ি ফেরার সময় কয়েকজনের গাড়িতে ইট ছুঁড়ে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। সেই মুহূর্তে প্রশ্ন ওঠে যারা এসআইআর ইস্যুতে ভোটার তালিকার সাধারণ মানুষের নাম তুলতে ব্যস্ত, তাদের ওপর কিভাবে এই ষড়যন্ত্র আনা হল? পুলিশ ও তদন্তকারী কর্তাদের কাছে পরিষ্কার হয় এই বিক্ষোভ ও হামলার পিছনে একটি চক্র কাজ করেছে। এরপর দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশেই এনআইএ তদন্ত শুরু হয়েছে।

জামুড়িয়ায় পানীয় জলের সংকটের জন্য নদীর বালি চুরিকেই দুষছেন তরুণ গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: 'অজয় নদীর দরবারডাঙা ঘাট পরিদর্শনে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখলাম বড়ো বড়ো বালির পাহাড় অথচ নদীতেই বালি নেই। মাটি দেখা দিয়েছে। যার ফলে কমেছে নদীর জল ধারণ ক্ষমতা, তাতেই শিল্পাঞ্চল জুড়ে দেখা দিয়েছে পানীয় জলের সংকট। সমস্যায় পড়েছে বহু কৃষিজীবী মানুষজন।' বুধবারের নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে এমনই মন্তব্য করে শিরোনামে এলেন জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী তরুণ গাঙ্গুলী। নির্বাচন আর কিছুদিনের অপেক্ষা, দিন যত ঘনিয়ে আসছে ততই জামুড়িয়ার রাজনৈতিক পারদ চড়ছে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী থেকে শুরু করে কর্মী সকলেই ময়দানে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও ঠিক নির্বাচনী প্রচারে বের হন জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী। প্রার্থী জামুড়িয়ার বোগরা গ্রাম, নিচু ধাউরা, নিউ সাতগ্রাম, মডার্ন সাতগ্রাম, জবা উপর, জবা নিচু, মালতী পাড়া, মোল্লার পাড়া অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালান। আর প্রচার পরবর্তীতে তিনি জানান, 'মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেবে।' তিনি আরও জানান, যে এলাকায় তিনি নির্বাচনী প্রচার আজ সম্পূর্ণ করলেন সেই এলাকাগুলিতে রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা, রয়েছে বিদ্যুতের সমস্যা তার পাশাপাশি বেকারত্বের সমস্যাটিও তিনি তুলে ধরেন। কংগ্রেস প্রার্থী বলেন, 'মঙ্গলবার আমি গিয়েছিলাম অজয় নদীর দরবারডাঙা ঘাটে। সেই ঘাট ঘুরে দেখতেই আমার চক্ষু চড়ক গাছ। সেখানে বিশাল আকারের বালির পাহাড় অথচ নদীর মধ্যে এক ছটাক বালি নেই, নদীর বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে মাটি। নদীর জল ধারণ ক্ষমতা কমতে বসেছে। তাই এতে একদিকে যেমন পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে অজয় নদী থেকে ক্যানেল করে যেসব কৃষকরা তাঁদের কৃষি জমিতে জল নিয়ে যেত, জলসংকটে সেই কৃষকদেরও আজ করুণ অবস্থা তৈরি হয়েছে।' তিনি উল্লেখ করেন, 'ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের যে পরিকল্পনা ছিল সেই পরিকল্পনা আজ ভেস্তে দিয়েছে এই তৃণমূল সরকার।'

কাগজে নয়, মানুষের হৃদয়ে নাম লিখতে চাই: জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে এসে আগামী দিনে পাণ্ডবেশ্বরকে নতুন পথ দেখানোর বার্তা বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারির। পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি কোলিয়ারি থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি। শুরুতেই কোলিয়ারির কর্মীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি কোলিয়ারি শ্রমিকদের সুখে দুঃখে সব সময় পাশে থাকার বার্তা দেন। উল্লেখ্য, পাণ্ডবেশ্বর জুড়ে তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ব্যানার, দেওয়াল লিখনে ছেয়ে গেছে, সেখানে দুই এক জায়গায় রয়েছে বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারির ব্যানার। এই প্রসঙ্গে বিজেপির প্রার্থী এদিন মান্না দে'র গানের দুই লাইন তুলে বলেন, 'কাগজে লেখো নাম সে নাম ছিঁড়ে যাবে, পাথরে লেখ নাম সে নাম মুছে যাবে, হৃদয়ে লেখ নাম সে নাম রয়ে যাবে। তাই আমি কাগজে নয়, মানুষের হৃদয়ে নাম লেখাতে চাই।' এ দিনের নির্বাচনী প্রচারে এসে তাঁর বিরোধী প্রার্থী তৃণমূলের নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিগত পাঁচ বছরে এলাকায় কি উন্নয়ন করেছে, তার প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আমি তৃণমূলের বিধায়ক থাকাকালীন পাঁচ বছর পাণ্ডবেশ্বরে যে কাজ করেছি, বিগত পাঁচ বছর বিধায়ক হিসাবে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পাণ্ডবেশ্বরকে একেবারে তলানিতে পৌঁছে দিয়েছেন।' জিতেন্দ্র বাবু সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান করেন আগামী দিনে পাণ্ডবেশ্বরকে নতুন পথ দেখাতে, পাণ্ডবেশ্বর এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন গড়ে তুলতে। তাঁকে আরও একবার সুযোগ দিক পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার মানুষ। এদিন নির্বাচনী প্রচার শুরুর আগেই একটা কোলিয়ারির গেট মিটিংয়ে তিনি এলাকার মানুষকে আগামী ভোটের ৪ মে ফলাফল ঘোষণার পর ৬ মে হরিপুরে নতুন বিধায়ক কার্যালয় উদ্বোধন করবেন বলে জানান এবং তাতে সকলকে আমন্ত্রণও জানান তিনি।

উৎসবের আবহে মনোনয়ন দাখিল স্বপন দেবনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বুধবার সকাল থেকেই উৎসবের আবহ ছিল পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে। এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিন শুরু করেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ স্বপনবাবু স্বস্ত্রীক স্থানীয় বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নেন। তারপর বিদ্যানগরে তাঁর বাড়ির সামনে থেকে হুডখোলা গাড়িতে চড়ে কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। এই শোভাযাত্রায় ছিল উৎসবের আমেজ। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে এগিয়েছে মিছিল, পাশাপাশি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রার্থীর সমর্থনে রাস্তাজুড়ে ভিড় করেন বহু কর্মী-সমর্থক। জীবনের নানা কঠিন সময়ে যিনি তাঁর পাশে থেকেছেন, সেই সহধর্মিণীকে এদিন পাশে পান মন্ত্রী। স্বপন দেবনাথ বলেন, 'আমি মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছি বলে যেভাবে মানুষ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, তা থেকে স্পষ্ট মানুষ এবারেও তৃণমূলকেই ভোট দেবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর মানুষ ভরসা রাখেন। তাই এবারও ফের বিপুল ভোটে তৃণমূল প্রার্থীরা জয়ী হবেন আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন।'

তৃণমূলের মেগা র‍্যালি বর্ধমানে

একযোগে মনোনয়ন জমা প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক বিশাল শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা বুধবার জেলাশাসকের দপ্তরে তাঁদের মনোনয়ন পত্র জমা দেন। বর্ধমান স্টেশন থেকে শুরু হয় শোভাযাত্রা। অন্যদিকে বর্ধমান টাউন হল-সহ অন্যান্য এলাকা থেকে বেশ কিছু শোভাযাত্রা যোগ দেয় প্রধান শোভাযাত্রায়। শোভাযাত্রা শহরের প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে কার্জন গেটের সামনে এসে পৌঁছায়। সেখানে একটি বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে না থাকলেও রাস্তার মধ্যেই প্রায় দু ঘণ্টা চলে বক্তব্য এবং নাচ গান। চলে ভোজপুরি গানের ডিজে, তার মধ্যেই ওড়ে সবুজ আবির। জেতার আগেই তৃণমূলের উচ্ছ্বাস ও বিজয় মিছিল হয় এক প্রকার। উত্তরপ্রদেশের রীতি নিয়ম মেনে তৃণমূলের প্রার্থীরা এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেন। উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের খোকন দাস, বর্ধমান উত্তরের নিশীথ মালিক, মেমারির রাসবিহারী হালদার, গলসির অলোক মাঝি, আউশগ্রামের শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, ভাতারের শান্তনু কোনার, জামালপুর কেন্দ্রের প্রার্থী এবং জেলার অন্যান্য প্রার্থীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি কেন্দ্র করে বর্ধমান শহরে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা বজায় ছিল। র‍্যালিতে অংশ নেওয়া কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বর্ধমানের জিটি রোড এলাকা। সব মিলিয়ে মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিনটি তৃণমূল কংগ্রেস বড়সড় শক্তি প্রদর্শন করে। বর্ধমান দক্ষিণের প্রার্থী খোকন দাস বলেন, 'মানুষ হল শেষ কথা। মানুষের সমর্থন প্রমাণ করে দিচ্ছে এবার নির্বাচনে গোটা জেলায় জোড়া ফুল ফুটবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন।'

পাড়া কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি প্রচার তৃণমূল ও বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বুধবার পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর দু'নম্বর ব্লকের মঙ্গলদা মৌতড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে তৃণমূল, বিজেপির দুই প্রার্থীর প্রচারে এলাকা জমজমাট হয়ে ওঠে। এদিন দুই প্রার্থী এলাকার গ্রামগুলোতে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একেবারে উৎসবের মেজাজে মিছিলের পাশাপাশি জনসংযোগ করে ভোট প্রচার সারেন। এদিন তৃণমূল প্রার্থী মানিক বাউড়ি মঙ্গলদা মৌতড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রুকনি গ্রামের কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। এরপর রুকনি, খাটরা, পরানপুর, ধানাড়া, বাঁন্দা, মৌতড়-সহ বিভিন্ন গ্রামে প্রচার সারেন। প্রার্থীকে সামনে পেয়ে অনেকেই তাদের অভাব অভিযোগ তুলে ধরেন। প্রার্থী মানিক বাউড়ি বলেন, 'প্রচারে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি, মানুষ তৃণমূলের পক্ষেই রয়েছে। আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এই বিধানসভাটি তৃণমূলকে ফিরিয়ে দেবে এলাকার মানুষ।'

অন্যদিকে, পাড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী নদিয়ার চাঁদ বাউ মঙ্গলদা মৌতড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাঁন্দা গ্রামের ধর্মরাজ মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। এদিন তিনি বান্দা, মৌতড়, মানমি, গোবরান্দা সহ বিভিন্ন এলাকায় জোর কদমে প্রচার চালান। বিজেপি প্রার্থী নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি বলেন, 'মানুষ তৃণমূলের অপসারণের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাইছে। আবাস যোজনা পানীয় জল রাস্তাঘাটের সমস্যার বিষয়ে এলাকার মানুষ নানা অভিযোগ জানিয়েছে। তাই তৃণমূল সরকারের পতন কেবল সময়ের অপেক্ষা। এদিকে পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন মুখের প্রার্থী তথা শিক্ষক মানিক বাউড়িকে প্রার্থী করে এই আসনটি পুনরুদ্ধারে নেমেছে তৃণমূল। এলাকায় যুবসমাজ তৃণমূলের এই নয়া প্রার্থীর হয়ে গলা ফাটাচ্ছে। মহিলারা হাঁটছেন মিছিলে। অন্যদিকে, প্রার্থী বদলের পরেই বিধানসভা জুড়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল। দেখা দিয়েছিল দলের একাংশের মধ্যে কোন্দল। দলীয় কোন্দল কতটা সামাল দিতে পারবে তার উপরে প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতোর প্রচারে পদ্ম ছেড়ে ঘাসফুলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই জোরকদমে প্রচারে নামলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতো। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকায় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে জনসংযোগে নামেন তিনি। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের পেটবিন্ধি অঞ্চলের একাধিক এলাকায় মিছিল করে প্রচার চালান প্রার্থী। বাশিয়াবেড়া, রামগড়, প্রদিমা, খুদমরাই, জুনশোলা, বাঘুয়াশোল ও কলাবেড়িয়া-সহ বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে মিছিল এগোতে থাকে। পথে পথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন।

মিছিল যখন জজডিহি এলাকায় পৌঁছায়, তখন আচমকাই ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি শুরু হয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর মিছিল আবার এগোলেও শিলাবৃষ্টি শুরু হওয়ায় প্রার্থী ও সহ কর্মী-সমর্থকদের আশ্রয় নিতে হয়। তবে বৃষ্টি থামতে না থামতেই নতুন উদ্যমে ফের শুরু হয় প্রচার, যা এলাকায় বাড়তি উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। মিছিল শেষে খামার ও মাটিহানা বুথ এলাকায় বিজেপি ছেড়ে মোট ৫০টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। পেটবিন্ধি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শংকর প্রসাদ দে-র নেতৃত্বে প্রার্থী অজিত মাহাতো, ব্লক সভাপতি টিঙ্কু পাল এবং যুব সভাপতি অনুপম মল্লিকের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন নবাগতরা। প্রচারের ফাঁকেই প্রার্থী অজিত মাহাতো জানান, 'এলাকার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মা-বোনেরা বিপুল সংখ্যায় মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। বিজেপির প্রতি মানুষের আস্থা কমে যাওয়ায় অনেকেই তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন।' পাশাপাশি জঙ্গলমহলে রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন তিনি। অন্যদিকে, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারী নেতা রবি খিলাড়ি বলেন, 'বিজেপিতে থেকে কোনও সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় তাঁরা দল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

ইন্দাসের বিজেপি প্রার্থীর প্রচারের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোটের নির্ঘণ্টা যতই কাছে আসছে ততই রাজনৈতিক হওয়া গরম হচ্ছে ইন্দাস বিধানসভা এলাকায়। এবার গ্রামবাসীরা বিজেপি প্রার্থীর প্রচারের গাড়ি আটকে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পরল। বিজেপি প্রার্থীর প্রচারের গাড়ি আটকে বিক্ষোভের ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ইন্দাসের বিজেপি প্রার্থী নির্মল কুমার ধারা কোতুলপুর ব্লকের মদন মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর গ্রামে দলীয় কর্মী, সমর্থকদের সঙ্গে হুডখোলা গাড়ি করে মাইক বক্স বাজিয়ে ভোট প্রচার করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ করেই কিছু গ্রামের মহিলা এবং পুরুষ রাস্তায় বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই গ্রামের রাস্তা বেহাল। বিজেপির এই প্রার্থী পাঁচ বছর আগে এই গ্রামে এসেছিলেন ভোট চাইতে। ভোটে যেতে বিধায়ক হয়েছেন। তারপরে আর তাঁকে দেখা যায়নি। এলাকার উন্নয়ন করেননি। তাই তাঁকে গ্রামবাসীরা গাড়ি থেকে নামতে বলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শুনতে বলেন। কেন রাস্তা হয়নি তার জবাবদিহি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনও উপায়েই বিজেপি প্রার্থী গাড়ি থেকে নেমে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেননি। তার বদলে উচ্চস্বরে মাইক বাঁচাতে থাকে বিজেপি কর্মীরা। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। রীতিমতো রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামের মানুষ। বিধায়কের নিরাপত্তারক্ষী এবং রাজ্য পুলিশের কর্মীরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে বিক্ষোভ তোলার চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণ বাকবিতণ্ডা চলার পরে পুলিশ এবং বিজেপি প্রার্থীর দেহরক্ষীরা, তাঁর প্রচার গাড়ি সেখান থেকে নিয়ে চলে যান।

বিজেপির দাবি, 'তৃণমূল গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে বিজেপির গাড়ি আটকে অপপ্রচার করার চেষ্টা করছে। এটা থ্রেট কালচার। যাতে করে বিজেপির প্রার্থী প্রচার না করতে পারে।' অন্যদিকে, এই ঘটনা পরিপেক্ষিতে ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ হামিদ বলেন, 'বিজেপি বিধায়করা ভোটে জিতে বিগত সাড়ে চার বছর ধরে শীতঘুমে গিয়েছিলেন। এখন আবার নির্বাচন এসেছে, তাই তাঁরা ময়দানে নেমেছেন। এই ঘটনারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বিক্ষোভের মাধ্যমে। এই চিত্র দেখে পরিষ্কার নির্বাচনে হারতে চলেছে নির্মল ধারা।'

আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থীর গাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিবদেন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থীর গাড়িতে হামলার অভিযোগ। বুধবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পারদ চড়ে কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরে। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী শামসুল হক নমিনেশন জমা দেওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে ভোটার তালিকার সার্টিফাইড কপি তুলতে সেখানে পৌঁছন। অভিযোগ, দপ্তরের সামনে তাঁর গাড়ির ওপর হামলা চালানো হয়। শামসুল হকের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরাই এই হামলার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর গাড়ির চালককে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। শুধু তাই নয়, গাড়ির সামনে লাগানো দলের পতাকাও খুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মন্তেশ্বরেরই প্রভাবশালী নেতা তথা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর অনুগামীদের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ তুলেছেন শামসুল হক। শামসুল হক বলেন, বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন তিনি। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে প্রশাসনের হস্তক্ষেপও দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন বিদায়ী মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তিনি জানান, এই ধরনের কোনও ঘটনার সঙ্গে তাঁর দলের কর্মী-সমর্থকদের কোনও যোগ নেই এবং অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই এই ধরনের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে জেলার রাজনৈতিক পরিবেশ।

বাঁকুড়ায় জখম শিশুকন্যার খোঁজ নিল পুলিশ ও প্রশাসন, এলাকায় রুট মার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপির প্রচারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বেহার গ্রাম, মাথা ফেটেছিল এক শিশু কন্যার, এবার সেই গ্রামেই পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বাহিনীর রুটমার্চ। পুলিশ আধিকারিকরা কথা বললেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে। আহত শিশুর খোঁজ নিলেন বাঁকুড়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং বিষ্ণুপুরের এসডিপিও, তবে এখনও আতঙ্ক কমেনি আহত শিশু কন্যার এবং তাঁর পরিবারের।

গত সোমবার বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস বিধানসভার বেহার গ্রামে বিজেপি প্রার্থী নির্মল কুমার ধারার প্রচারকে কেন্দ্র করে রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়ে ছিল এলাকা। দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় শুরু হয়েছিল এই বৃষ্টি। পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমতো পুলিশ এবং বাহিনীর জওয়ানদের বেগ পেতে হয়েছিল। ঘটনায় এক শিশু কন্যার মাথা ফাটার ঘটনা-সহ দু'পক্ষের আহত হয়েছিল বেশ কয়েকজন। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ হয়েছিল থানায়। গ্রেপ্তার হয়েছে ৪ বিজেপি নেতা, কর্মী। এবার সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে এলাকায় রুটমার্চ করলেন রাজ্য পুলিশ। সব মিলিয়ে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে এবারের নির্বাচন সম্পূর্ণ করাই নির্বাচন কমিশনারের মূল লক্ষ্য। তাই ভোটের আগে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন।

দুর্গা নিয়ে মনোনয়ন হিরণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: দেবী দুর্গার ছবি নিয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন শ্যামপুরের বিজেপি প্রার্থী ডঃ হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় ওরফে অভিনেতা হিরণ। বুধবার উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের দপ্তরে আড়াইটে নাগাদ বিশাল মিছিল করে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। সঙ্গে ছিল দেবী দুর্গার ছবি। এছাড়া এদিন হাওড়ার উলুবেড়িয়া এসডিও অফিসে মনোনয়ন জমা দিলেন বিদায়ী মন্ত্রী পুলক রায়। এদিন মনোনয়ন জমা দেন আমতার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুকান্ত পাল, শ্যামপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নদেবাসি জানা, উলুবেড়িয়া পূর্বের প্রার্থী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এরপর বিজেপি প্রার্থীরা একে একে মনোনয়ন দাখিল করতে আসেন। মনোনয়ন দাখিল করা বিজেপি প্রার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্যামপুরের বিজেপি প্রার্থী ডক্টর হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় ওরফে অভিনেতা হিরণ। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরে ও প্রচুর মানুষ কোর্ট এলাকায় ভিড় জমান। মনোনয়ন পর্ব চলাকালীন রাস্তায় বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের স্লোগান লড়াই চলে। তবে মনোনয়নকে কেন্দ্র করে উলুবেরিয়া শহর জুড়ে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল জোরদার থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগেনি পুলিশের।

বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণকে পার্থেনিয়াম মুক্ত করল প্যায়রা নিউট্রেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান সদর প্যায়ারা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার স্যোসাইটির উদ্যোগে বুধবার রাইপুর কাশিয়ারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে যক্ষ্মা রোগীর হাতে একমাসের উচ্চ প্রোটিন যুক্ত সুষম খাবার তুলে দেওয়া হল, বিগত ৬ মাস ধরে এই রোগীকে পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মা মুক্ত করা সম্ভব হয়। এছাড়াও বর্ধমান শহরের বিদ্যার্থীভবন বালিকা বিদ্যালয় এবং সাধুমতী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনকে পার্থেনিয়াম মুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ওই দুই স্কুলে রান্নাঘর সংলগ্ন বাগান তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে সংস্থার। প্রসারিত বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে সংস্থার এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন দুই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকারা। সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার জানান, গতকাল স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য পূর্ব বর্ধমান জেলা সিএমওএইচ (এনটিইপি)-এর তরফ থেকে সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে যা সংস্থার দায়বদ্ধতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

অবৈধ ভোটার সংখ্যা অন্যান্য জেলার নিরিখে কম হওয়ায় খুশি বাঁকুড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলায় অযোগ্য ভোটার ৬,৫৩৩ জন। এমনটাই জানানো হয়েছে নির্বাচন দপ্তর থেকে। সদ্য প্রকাশিত অযোগ্য ভোটার তালিকা ঘিরে জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। জেলাবাসীদের বক্তব্য, এই সংখ্যার নিরিখে বিষয়টি খুব একটা বড় নয়। তাই তাঁরা এবিষয়ে উদাসীন। নির্বাচন কমিশনের যাচাই প্রক্রিয়ায় জেলায় মোট বিবেচনাধীন ভোটার ছিলেন ৩১ হাজার ১১৯ জন। এই বিবেচনাধীন ভোটার থেকে বাছাই করেই 'অযোগ্য' ও 'বৈধ' ভোটারদের আলাদা করে তালিকা তৈরি করে প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাচন দপ্তরের এই তথ্য অনুসারে, মোট বিবেচনাধীন ভোটারের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় ২১ শতাংশের কাছাকাছি। ফলে সংখ্যাটা বড় নয়। এমনটাই মনে করছেন সকলে। অন্যদিকে, প্রায় ৭৯ শতাংশ ভোটারই বৈধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্বাচন দপ্তর থেকে জানা গেছে যে, জমা দেওয়া নির্দিষ্ট নথি ও ঠিকানা যাচাই করে এবং অন্যান্য মানদণ্ড মেনে এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। যদিও যাদের নাম 'অযোগ্য' তালিকায় রয়েছে, তাদের কেউ কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, যাচাই প্রক্রিয়ায় কিছু ভুল বা অসঙ্গতি থেকে যেতে পারে। তাই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। অন্যদিকে 'অযোগ্য' তালিকায় থাকা বহু ব্যক্তি ট্রাইবুনালে আবেদন জানাতে শুরু করেছেন। তাঁরা নিজেদের বৈধতা প্রমাণের সুযোগ চাইছেন। প্রশাসনও জানিয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত আবেদন খতিয়ে দেখা হবে। কোনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে না। অন্যদিকে, গত ৭ এপ্রিল যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সেখান থেকে জানা যায় এসআইআর প্রক্রিয়ার আগে জেলায় ৩০ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৩০ জন ভোটার ছিল। এই ভোটারদের মধ্যে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪২৫ জন বাদ পড়ার পর চূড়ান্ত তালিকায় ২৯ লক্ষ ০৫ হাজার ০৯৩ জন ভোটার রয়েছে। অবৈধ ভোটারের সংখ্যায় সব থেকে নীচে রয়েছে ঝাড়গ্রাম। তারপর রয়েছে যথাক্রমে কালিম্পং, পুরুরিয়া ও বাঁকুড়া জেলা। এই জেলাগুলিতে অবৈধ ভোটার রয়েছে যথাক্রমে ১২৪০, ২৪০৭, ৫৯৪২ ও ৬৫৩৩ জন।

অসম, কেরলম ও পুদুচেরিতে আজ ভোট

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: অসম, কেরলম এবং পুদুচেরিতে বৃহস্পতিবার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। উত্তর-পূর্বের রাজ্যের অসমে, দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলমে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে একদফায় হবে ভোটগ্রহণ। এই মুহূর্তে চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি। শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে ভোটপর্ব সম্পন্ন করতে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার ইভিএম নিয়ে পোলিং বুথের উদ্দেশ্যে রওনা হন ভোটকর্মীরা। ভোটগ্রহণকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সর্বত্রই গণনা ও ফলপ্রকাশ ৪ মে। অসমে মোট আসন ১২৬টি। কেরলমে বিধানসভা আসনের সংখ্যা ১৪০টি এবং পুদুচেরিতে ৩০টি আসন।

১০০ শতাংশ ভোট নিশ্চিত করতে রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অসমের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) অনুরাগ গোয়েল। তিনি রাজ্যের প্রত্যেক যোগ্য ভোটারকে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। সিইও গোয়েল জানান, ২০২৬ সালের অসম বিধানসভা সাধারণ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে বিস্তৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা এবং নির্বাচনী ব্যয় সহ সব দিক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে 'সিস্টেম্যাটিক ভোটার্স এডুকেশন অ্যান্ড ইলেক্টরাল পার্টিসিপেশন' (এসভিইইপি) কর্মসূচির অধীনে রাজ্যজুড়ে সচেতনতা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে সিআরপিএফ-সহ কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিপিএফ) মোতায়েন করা হয়েছে। সংবেদনশীল ভোটকেন্দ্রগুলোতে মাইক্রো অবজার্ভারও নিয়োগ করা হয়েছে।

ভোটকেন্দ্রে পানীয় জল, অপেক্ষাস্থল, ভোটারদের বসার ব্যবস্থা এবং মোবাইল ফোন জমা রাখার সুবিধা-সহ প্রয়োজনীয় সব মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য অতিরিক্ত কর্মীও প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

ষোড়শ অসম বিধানসভা নির্বাচনে নির্দলীয়-সহ বিভিন্ন স্বীকৃত জাতীয় ও আঞ্চলিক দলের মোট ৭২২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে ৬৬৩ জন পুরুষ এবং ৫৯ জন মহিলা। কংগ্রেস ৯৯টি এবং বিজেপি ৯০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এছাড়া আম আদমি পার্টি ১৮, সিপিআই(এম) ২, অসম গণ পরিষদ ২৬, এআইইউডিএফ ৩০, বিপিএফ ১১, ইউপিপিএল ১৮, তৃণমূল কংগ্রেস ২২-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দল প্রার্থী দিয়েছে। পাশাপাশি ২৫৮ জন নির্দল প্রার্থীও রয়েছেন। অসমের ১২৬টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ ২১ হাজার ৪১৩। এর মধ্যে পুরুষ ১ কোটি ২৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৯১, মহিলা ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৪ হাজার ৫০১ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩২১ জন। নতুন ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৮ জন ভোটার যুক্ত হয়েছেন এবং ১ লক্ষ ৭৭৪ জনের নাম বাদ পড়েছে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রায় ২০০ কোম্পানি নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি এবং সিসিটিভি ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট ৭৬টি আসন জিতেছিল, আর কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট পেয়েছিল ৪৯টি আসন।

ইরান-আমেরিকা যুদ্ধবিরতি নিয়ে স্বাগত বার্তা নয়াদিল্লির

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : ৪০ দিন রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর অবশেষে থেমেছে ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যুদ্ধ। বুধবার ভোরবেলায় যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে দু'পক্ষ। সেই সংঘর্ষবিরতিকে স্বাগত জানিয়ে এবার মুখ খুলল ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে বলা হয়, ভারত সবসময়েই সংঘাত থামিয়ে শান্তিমূলক আলোচনায় বিশ্বাসী। আশা করা যায় সংঘর্ষবিরতিতে হরমুজ প্রণালী দিয়ে পণ্য চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, বুধবার ভোরে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে যুদ্ধবিরতি নিয়ে প্রথমবার মুখ খুলে নয়াদিল্লি বিবৃতি জারি করেছে। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বলা হয়, 'সংঘর্ষবিরতিকে স্বাগত জানাই। আশা করি মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ফিরবে। আমরা আগেও বহুবার বলেছি, যুদ্ধ থামিয়ে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সংঘাত শেষ করা হোক।'

বিবৃতিতে বলা হয়, 'এই যুদ্ধে বহু মানুষকে ভুগতে হয়েছে। গোটা বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহ, বাণিজ্য সমস্ত কিছুই ভেঙে পড়েছে। আশা করি এবার নির্বিঘ্নে জাহাজ চলাচল করতে পারবে, হরমুজে স্বাভাবিক ভাবে বাণিজ্য চলবে।' বিবৃতিতে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি বজায় রাখতে ভারত বদ্ধপরিকর।

অন্যদিকে, যুদ্ধ থামতেই ইরানের ভারতীয় দূতাবাসের তরফ থেকে জারি করা হয়েছে বিশেষ নির্দেশিকা। সেখানে বলা হয়েছে, 'বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ইরানে থাকা সকল ভারতীয় নাগরিকদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যেভাবে হোক আপনারা দ্রুত ইরান ছেড়ে বেরিয়ে যান।'

রেপো ফের অপরিবর্তিত

মুম্বই, ৮ এপ্রিল: আবারও রেপো রেট অপরিবর্তি রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুদ্রা নীতি কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে রেপো রেট ৫.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার, ৬ এপ্রিল থেকে বুধবার, ৮ এপ্রিল পর্যন্ত চলেছে মানিটারি পলিসি কমিটির বৈঠক। সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আবহে জ্বালানি তেলের দামে বিপুল বৃদ্ধি হয়েছে। সেই সঙ্গে বিশ্ব জুড়েই অর্থনৈতিক অস্থিরতা রয়েছে। এই আবহেই সুদের হার অপরিবর্তিত রাখল দেশের নীতি নিয়ামক ব্যাঙ্ক। দেশে চলতি অর্থবর্ষে জিডিও নিয়েও ইতিবাচক বার্তা দিয়েছেন আরবিআই গর্ভনর সঞ্জয় মালহোত্রা। তিনি আরও জানিয়েছেন, দেশের সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি ৪ শতাংশের নীচেই রয়েছে।

লাচেনে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারকাজ শুরু

গ্যাংটক, ৮ এপ্রিল: সিকিমের লাচেনে আটকে পড়া প্রায় এক হাজার পর্যটককে উদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে তাঁদের উদ্ধার করতে শুরু করেছে ভারতীয় সেনা ও বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। তারেম চু এলাকার যে অংশে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তা সারিয়ে ফেলা হয়েছে বলে সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর। জানানো হয়েছে, লাচেন-ডংকিয়া-শিবমন্দির-জিরো পয়েন্ট-ইয়ুমথাং করিডর দিয়ে ছোট ছোট দল করে পর্যটকদের সরিয়ে আনা হচ্ছে। মঙ্গনের জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার উদ্ধারকাজ পরিদর্শন করছেন।

উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত সিকিম। গত রবিবার চুংথাও থেকে লাচেনে যাওয়ার পথে তারেম চু নদীর উপরে তৈরি সেতুর কাছে প্রায় একশো মিটার সড়ক ধসে নীচে নেমে যাওয়ায় লাচেনে আটকে পড়েন কয়েকশো পর্যটক। সোমবার পর্যটকদের লাচেন থেকে ডংকিয়া লা পাস, জিরো পয়েন্ট, লাচুং হয়ে গ্যাংটকে ফেরানোর পরিকল্পনা হলেও, দিনভর ডংকিয়া লা এলাকায় তুষারপাতের জেরে পর্যটকদের ফেরাতে পারেনি মঙ্গন জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার সকালে রোদ উঠতেই বাড়ি ফেরার আশায় ছিলেন পর্যটকরা। কিন্তু সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ফের বৃষ্টি এবং তুষারপাত শুরু হওয়ায় লাচেনে আটকে থাকা পর্যটকদের গ্যাংটকে ফেরার আশা মাটি হয়ে যায়। যদিও, বুধবার সকাল থেকে তাঁদের উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে।

বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে বড় পতন

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে দুই সপ্তাহের সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার পর বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে বড়সড় পতন লক্ষ্য করা গেল। আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড; উভয় প্রকার তেলের দামই কমেছে। হরমুজ প্রণালী পুনরায় যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি মেলায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারের তথ্য অনুযায়ী, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ১৬ শতাংশ বা ১৭.৩৯ ডলার কমে ব্যারেল প্রতি ৯১.৮৮ ডলারে দাঁড়িয়েছে। অন্য দিকে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট বা ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ২০ শতাংশ বা প্রায় ২১.৯০ ডলার কমে ব্যারেল প্রতি ৯১.০৫ ডলারে নেমে এসেছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান দাম কমলেও তা পশ্চিম এশিয়া সংকট শুরুর আগের তুলনায় এখনও কিছুটা বেশি।

মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের ওপর সম্ভাব্য হামলা দুই সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বিশ্ববাজারে স্বস্তির নিঃশ্বাস। এই যুদ্ধবিরতি কতদিন স্থায়ী হবে এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি সরবরাহ কতটা স্বাভাবিক হবে, তার ওপরই নির্ভর করছে আগামী দিনে তেলের দামের গতিপ্রকৃতি। এই ঘোষণার প্রভাবে বিশ্বজুড়ে তেলের দাম কমার পাশাপাশি শেয়ার বাজারেও বড় ধরনের বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে।

দেশে গ্যাস, জ্বালানির মজুত পর্যাপ্ত: সুজাতা শর্মা

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বুধবারও আন্তঃমন্ত্রক পর্যায়ের সাংবাদিক বৈঠক হয়। এদিন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেন, 'সমগ্র দেশে এলপিজি, পেট্রোল এবং ডিজেল পর্যাপ্ত পরিমাণে সহজলভ্য রয়েছে এবং সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে অব্যাহত আছে। আপনারা যেমনটা জানেন, যুদ্ধের কারণে এলপিজি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছিল। এর ফলে গার্হস্থ্য গ্রাহকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং পরিবারগুলোতে শতভাগ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।'

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব মুকেশ মঙ্গল বলেন, বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক এবং ভারতীয় মিশনগুলির সমন্বয়ে পারস্য উপসাগরের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। জাহাজ মালিক এবং আরপিএসএল সংস্থাগুলির সঙ্গে কাজ করে, ডিজি শিপিং কন্ট্রোল রুম ৫, ৪৮০টিরও বেশি কল এবং ১১,৭০০টি ইমেল পরিচালনা করেছে। শুধুমাত্র গত ২৪ ঘণ্টাতেই ১৩৯টি কল এবং ৬৭৩টি ইমেল পাওয়া গেছে। সম্প্রতি ৬৩ জন-সহ এ পর্যন্ত ৭৫৪ জনেরও বেশি ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তাই যে ভারতের অগ্রাধিকার, তা-ও জানিয়ে দিলেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। বুধবার ওই

বৈঠকে রণধীর জয়সওয়াল বলেন, বিদেশ মন্ত্রক পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছে এবং যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁরা সংলাপ ও উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানিয়েছে এবং হরমুজ প্রণালী-সহ বৈশ্বিক বাণিজ্য ও জ্বালানি পরিবহণ পথের ওপর এই পরিস্থিতির প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরেছে। ভারতের কাছে নিজস্ব নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এই লক্ষ্যে একটি ২৪ ঘণ্টার নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশন সক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, কনস্যুলার সহায়তা ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করে চলেছে। আকাশপথের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধের প্রেক্ষাপটে বিকল্প রুট বা পথ ব্যবহার করে যাতায়াত সহজতর করা হচ্ছে; যেখানে সম্ভব সেখানে বিমান চলাচল অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং যাত্রীদের ভারতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ময়দান

বৃষ্টির আড়ালে বিতর্ক? লখনউ ম্যাচে রাহানের কৌশল নিয়ে শুরু জল্পনা!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃষ্টি যেন এই মরশুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পিছুই ছাড়ছে না। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি সোমবার বৃষ্টির কারণে ভেস্তে যাওয়ার পর থেকেই ছন্দপতন ঘটেছে দলের প্রস্তুতিতে। শুধু ম্যাচ বাতিলই নয়, তার আগে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগও পাননি অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে এবং তাঁর সতীর্থরা। পরের দিনও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হল না। মঙ্গলবার অনুশীলন শুরু হওয়ার প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই আবার বৃষ্টির বাধা, ফলে মাঝপথেই থামাতে হল প্র্যাকটিস সেশন। বুধবারেও তাড়া করল বৃষ্টি।

এই পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন রাহানে। কারণ পঞ্জাব ম্যাচে তাঁর নেওয়া কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে যে প্রশ্ন উঠতে পারত, বৃষ্টি তা আপাতত ঢেকে দিয়েছে। বিশেষ করে দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ স্পিনার সুনীল নারিন এবং বরুণ চক্রবর্তীর অনুপস্থিতি নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হতে পারত, সেটি আপাতত চাপা পড়ে গেছে। পঞ্জাব ম্যাচের দিন টসের সময় রাহানে জানিয়েছিলেন, নারিন অসুস্থ এবং বরুণ চোটের জন্য খেলতে পারছেন না। কিন্তু বাস্তবে সেই চিত্র নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ম্যাচের ওয়ার্ম আপের সময় নেটে বোলিং করতে দেখা গিয়েছিল নারিনকে। আবার বরুণও আগের দিন ইডেন গার্ডেন্সের ইন্ডোরে অনুশীলন করেছিলেন। ফলে হঠাৎ করে তাঁদের দু'জনের অনুপস্থিতি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়।

মঙ্গলবারের অনুশীলনে সেই ধোঁয়াশা আরও কিছুটা স্পষ্ট হয়েছিল। নারিনকে দেখা গেছিল স্বাভাবিক ছন্দে বোলিং করতে। দেখে বোঝার উপায় নেই, একদিন আগেই তিনি অসুস্থতার কারণে দলের বাইরে ছিলেন। দল সূত্রে অবশ্য জানা গেছে, তাঁর পেটে সামান্য সমস্যা হয়েছিল। তবে এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ। অন্যদিকে বরুণও ওয়ার্ম আপ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি বোলিং শুরু করার আগেই আবার বৃষ্টি নেমে আসে, ফলে থেমে যায় অনুশীলন। যদি বরুণও সেদিন বোলিং শুরু করতেন, তা হলে রাহানের আগের দিনের বক্তব্য আরও প্রশ্নের মুখে পড়ত। ফলে বৃষ্টি একপ্রকার তাঁর সিদ্ধান্তকে বড় বিতর্কের হাত থেকে রক্ষা করেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিকে মাঠের বাইরেও কেকেআর শিবিরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাতে দলের সঙ্গে দেখা করেন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক শাহরুখ খান। শোনা যাচ্ছে, তিনি প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন এবং তাঁদের উৎসাহ দিয়েছেন। দলের পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতা ফেরাতে এই ধরনের মানসিক সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। তবে বৃষ্টি কেকেআরকে যেমন এক পয়েন্ট এনে দিয়েছে, তেমনই কটাক্ষের মুখেও ফেলেছে দলকে। পঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের বোন সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যঙ্গ করে লেখেন, 'আমাদের পঞ্জাবিদের হৃদয় বড়, তাই এক পয়েন্ট দিয়ে দিলাম।' এই মন্তব্য যে কেকেআরের উদ্দেশেই করা, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি।

সব বিতর্ক, ব্যঙ্গ এবং অনিশ্চয়তার মাঝেও এখন কেকেআরের মূল লক্ষ্য পরবর্তী ম্যাচ। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে নামবে দল। সেই ম্যাচের প্রস্তুতিতেই এখন মন দিচ্ছে নাইটরা। বিশেষ নজরে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। মঙ্গলবারের সংক্ষিপ্ত অনুশীলনেও তাঁকে বেশিরভাগ সময় বোলিং করতে দেখা গেছে। বোলিং কোচ টিম সাউদির সঙ্গে আলোচনা করে নিজের পরিকল্পনা ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি।

সব মিলিয়ে, আবহাওয়া যেমন কেকেআরের ছন্দ নষ্ট করছে, তেমনই কিছু প্রশ্ন থেকেও যাচ্ছে দলের কৌশল এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে। তবে সামনের ম্যাচে ভালো পারফরম্যান্স করেই সেই সব বিতর্কের জবাব দিতে চাইছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

১ রানে দিল্লিকে হারাল গুজরাত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে এই বছরে প্রথম জয়ের স্বাদ পেল গুজরাত টাইটান্স। শেষ বল পর্যন্ত টানটান উত্তেজনার পর দিল্লি ক্যাপিটালসকে ১ রানে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নিল শুভমন গিলের দল। ম্যাচের নাটকীয়তা এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, শেষ বলে জয়ের জন্য দিল্লির প্রয়োজন ছিল ২ রান। কিন্তু প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের বাউন্সারে ব্যাট ছোঁয়াতে ব্যর্থ হন ডেভিড মিলার। মরিয়া হয়ে রান নিতে গিয়ে কুলদীপ যাদব রান আউট হন, আর সেখানেই শেষ হয়ে যায় দিল্লির আশা। প্রথমে ব্যাট করে গুজরাত টাইটান্স তোলে ৪ উইকেটে ২১০ রান। শুরুটা খুব ভালো না হলেও দ্রুত ইনিংস সামলে দেন জস বাটলার। ২৭ বলে ৫২ রানের ঝোড়ো ইনিংসে ম্যাচের গতি ঘুরিয়ে দেন তিনি। শেষদিকে গ্লেন ফিলিপস ও রাহুল তেওটিয়া ছোট ছোট অবদান রেখে স্কোর ২০০ পেরিয়ে দেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিল্লি ক্যাপিটালস শুরুটা কিছুটা ধীরগতিতে করলেও পরে গতি বাড়ান তাদের ব্যাটাররা। পাথুম নিশঙ্ক ২৪ বলে ৪১ রানের কার্যকর ইনিংস খেলেন। তবে তাঁর আউট হওয়ার পর ম্যাচে ধাক্কা খায় দিল্লি। রশিদ খানের জোড়া আঘাতে পরপর উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দল।

গোষ্ঠ পালের ৫১তম প্রয়াণ দিবসে স্মরণ করতে প্রতি বছরের মতন এই বছরেও বিশেষ অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়েছিলো । শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে সম্মানিত করা হয়ে সিএবির অবজারবার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিককে।

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Expression of Interest (EOI) has been invited by The WBSCARD Bank Ltd. under **Memo No. 2159/P-II/Admn./2424 dated March 27, 2026** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2026_SCARD_1023429_1** from experienced, resourceful and reputed Catering Service Providers including Self-Help Groups (SHGs) for running of Canteen & Kitchen at ICMARD -Training Institute of The WBSCARD Bank Ltd. located at the 1st Floor of the ICMARD Building at 14/2 C.I.T Scheme - VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700067.
The last date for submission/uploading of Bid through online is **April 20, 2026.**
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**

Sd/-
March 27, 2026 **Managing Director**

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৬/০৩ তারিখ ঃ ০৬.০৪.২০২৬ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনের রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনে ফার্মেসি সহ জরুরিভিত্তিক চিকিৎসার কক্ষ, বোলপুর এবং রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনে ডিজিটাল স্টোরেজ লকার, আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে ''ভ্রমণ সহায়তা কেন্দ্র/পর্যটকদের তথ্য এবং পর্যটন প্রসার কিয়স্ক''-এর সুবিধা এবং শেওড়াফুলি ও তারকেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে মাল্টি-শপিং আর্কেড-এর চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৬-০৩

এসইকিউ নং ঃ এএ/১, লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-এইচডিএসটিএন-৪২-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্টেশনে চিকিৎসার সুবিধা)। বিবরণ ঃ পাঁচ (৫) বছরের মেয়াদের জন্য রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশনে ফার্মেসি সহ জরুরিভিত্তিক চিকিৎসা কক্ষ স্থাপন এবং পরিচালনার চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এবি/১, লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচপি-ডিজিল-৩২-২৫-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্টেশনে ডিজিটাল লকার)। বিবরণ ঃ** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য বোলপুর স্টেশনে ডিজিটাল স্টোরেজ লকার স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এবি/২, লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-ডিজিল-৩৩-২৫-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্টেশনে ডিজিটাল লকার)। বিবরণ ঃ** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য রামপুরহাট স্টেশনে ডিজিটাল স্টোরেজ লকার স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এসি/১, লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এজেড-টিএইচডিপিকে-৭০-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-ভ্রমণ সহায়তা কেন্দ্র/পর্যটকদের তথ্য এবং পর্যটন প্রসার কিয়স্ক)। বিবরণ ঃ** তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে 'ভ্রমণ সহায়তা কেন্দ্র/পর্যটকদের জন্য তথ্য এবং পর্যটন প্রসার কিয়স্ক স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এডি/১, লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এসএইচই-এসটিজিইএন-৭৮-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্ট্যাটিক জেনারেল)। বিবরণ ঃ** দশ (১০) বছরের মেয়াদের জন্য শেওড়াফুলি রেলওয়ে স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম স্টেশন বিল্ডিং (২য় ও ৩য় তল)-এ মাল্টি-শপিং আর্কেড স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এসইকিউ নং ঃ এডি/২, লট নং ঃ এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-টিএকে-এসটিজিইএন-৭৯-২৬-১ (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)। বিবরণ ঃ** দশ (১০) বছরের মেয়াদের জন্য তারকেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে মাল্টি-শপিং আর্কেড স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ২১.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। HWH-13/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় • তৃণমূল প্রার্থী

উত্তরপাড়া থেকে বঙ্গের রাজনীতিতে উদয় হচ্ছে ‘সিংহম’-এর

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় • সিপিএম প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

বঙ্গের রাজনীতিতে এই মুহূর্তে প্রয়োজন একজন ‘সিংহম’-এর। রুপোলি পর্দার নায়ক সিংহম ছিলেন একজন পুলিশ আধিকারিক। তবে বাস্তবে বঙ্গ রাজনীতিতে এই সিংহমের ভূমিকায় হয়তো অবতীর্ণ হতে চলেছেন প্রাক্তন এনএসজি কমান্ডো দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। আর বঙ্গ রাজনীতিতে পা দিয়েই তিনি খেলা শুরু করেছেন একেবারে ‘টি-টুয়েন্টি’ ঢংয়ে। নানা শব্দবন্ধে বিরোধী শিবিরকে বারংবার হুঁশিয়ারির বার্তাও দিতে শোনা গেছে তাঁকে। খুব সত্যি বলতে, দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর কথা শুনে এটাই মনে হচ্ছে যে তাঁর পছন্দ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ভাবধারায় চলতে। আর এমন সব বাক্যবন্ধ শোনার পর বাংলার শাসক শিবির থেকে দেখা গেছে দীপাঞ্জনবাবুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতেও। তবে এই দীপাঞ্জনবাবুর কিছু ঘটনা বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছে বাংলার এক আপ্তবাক্যকে- ‘দশচক্রে ভগবান ভূত’। ভোটের রাজনীতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় হাজারো প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়ে এই দীপাঞ্জনবাবুকে ঘিরে। এর মধ্যে কোনটা সত্য আর কোনটা অসত্য তা বুঝতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় অনেককেই। এদিকে তথ্য না জেনে যেখানে কিছু উপস্থাপন করার উপায় নেই সেখানে অপেক্ষা ছাড়া গতিও থাকে না। আর এই অপেক্ষার অবসান ঘটে মঙ্গলবার দীপাঞ্জনবাবু উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে। আর এই মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর দেখা যায় তিনি এনএসজি-তে ছিলেন ডেপুটি কমান্ড্যান্ট হিসেবে। অর্থাত রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে একটা ধূসর দিক তৈরি করা হচ্ছিল তাঁকে ঘিরে। লাভের মধ্যে লাভ একটাই, প্রচারে অনেকটাই এগিয়ে গেলেন তিনি। তবে এরপরও নানা বিতর্ক দানা বাঁধছে তাঁকে ঘিরে। এদিকে বলতে বাধা নেই, ভবানীপুর, নন্দীগ্রামের পর যদি একটা সিটের দিকে সবার নজর থাকে তা হল এই উত্তরপাড়া বিধানসভাই। কারণ, এই উত্তরপাড়া থেকে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করছেন বামপ্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় আর তৃণমূলের শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। জনপ্রিয়তার দিক থেকে নিঃসন্দেহে মীনাক্ষী অন্যদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। পিছিয়ে নেই শীর্ষণ্যও। তিনি দুঁদে রাজনীতিক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে। ছাত্র রাজনীতি থেকে তাঁর উত্থান। বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ হিসেবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা বিশেষ জায়গা রয়েছে এলাকাবাসীর কাছে। এই দুই প্রার্থীর বিপরীতে বিজেপির দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। আর এখানেই শুরু হয়

চর্চা। প্রশ্ন ওঠে, উত্তরপাড়ার মতো নজরকাড়া কেন্দ্রে কেন রাজনীতিতে ‘নবীন’ দীপাঞ্জনকে বেছে নিল পদ্মশিবির। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা জানাচ্ছেন, দীপাঞ্জনবাবুকে প্রায়শই রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছে। তিনি বারবার এ দাবিও করেছেন, বাংলায় জেহাদি কার্যকলাপের উত্থান হচ্ছেন। জেলায় জেলায় নিরাপত্তার ভয়ংকর সংকট দেখা দিয়েছে বলেও দাবি করেছিলেন। সে কারণেই সম্ভবত তাঁকে প্রার্থী হিসাবে বেছে নিয়েছে বিজেপি। এদিকে সিপিআই (এম) প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-ই বা কম কিসে। তাঁকে লেডি সিংহম বললেও কম বলা হয় না। আর তিনি তো বাম শিবিরের ক্যাপ্টেনও। আর তাঁর প্রচারে ঝাঁঝ থাকবে না তা হয় না। দলের ক্যাপ্টেনের জন্য নজরকাড়া প্রচারে কোন্নগর বাটার মোড় জিটি রোড থেকে মিছিলে পা মেলাতে দেখা গেছে পার্টির হুগলি জেলা সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ , শ্রুতিনাথ প্রহরাজ, অভিজিৎ চক্রবর্তী, বাদশা দাস ও আশিস দে সহ অন্যান্যদের। সঙ্গে নজর কেড়েছিল মিছিলের সামনে ছিল ১০ জন ঢাকি আর ১৫০ জন ছাত্র যুবরা, যাঁদের গায়ে পরা লাল গেঞ্জি। আর এই গেঞ্জিতেই লেখা, সিপিআই (এম) প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে জয়যুক্ত করুন। মাথায় লাল টুপি ও হাতে লালঝান্ডা, বেলুন নিয়ে এগিয়ে চলেন তাঁরা। প্রায় ৫০০ মানুষের উপস্থিতিতে শেষ হয় বাটার মোড় থেকে শুরু করে ক্রাইপার রোড হয়ে কোন্নগর স্টেশনের পশ্চিমে নৈটি রোড হয়ে বাঁশাই ধর্মতলায় শেষ হয় এই লাল ঢেউ। দীর্ঘ ৬ কিমি রাস্তার দু’ধারে নজরে এসেছে আট থেকে আশি নির্বিশেষে শুধু কালো মাথার সারি। অন্যদিকে বাম এবং বিজেপিকে একসঙ্গে বিদ্ধ করতে দেখা গেল শীর্ষণ্যকে। উন্নয়ন সম্পর্কে, স্পষ্ট জানান, বিরোধী হিসেবে এখন যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁরাই হিন্দমোটর কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য দায়ী দিল্লি রোড পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কারখানাগুলো যদি বন্ধ না করতেন, তাহলে সিপিআই(এম)-এর এরকম পরিস্থিতি হত না। ওঁনারা কমরেডের চশমাটা না-খুললে উন্নয়ন দেখতে পাবেন না। আপনারা যেখানেই যাবেন, সেখানেই দেখতে পাবেন সাংসদ ও

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
কাঞ্চন মল্লিক	তৃণমূল কংগ্রেস	৯৩,৮৭৮	৪৬.৯৬ %
প্রবীর কুমার ঘোষাল	বিজেপি	৫৭,৮৮৯	২৮.৯৬ %
রজত বন্দ্যোপাধ্যায়	সিপিএম	৪২,৭১৮	২১.৩৭ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	৩,৩৫৩	০১.৬৮ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
উত্তরপাড়া	২,৯৬,৩১২	২,৩৩,২৬৬	২,৩১,৯৬৩

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

দীপাঞ্জন চক্রবর্তী • বিজেপি প্রার্থী

বিধায়ক তহবিল থেকে কিছু না কিছু কাজ হয়েছে। পঞ্চায়েত বা পুরসভাও বা সরকারি তরফে সব জায়গাতেই কাজ হয়েছে। পাশাপাশি বহিরাগত ইস্যুতে জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে উত্তরপাড়ায় আসছেন। বরং এখানে কেউ বহিরাগত হয়ে থাকে তাহলে তাঁরা বিজেপি ও সিপিএম প্রার্থী। বিজেপি প্রার্থী তো বেঙ্গালুরুতে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে থাকেন না। অন্য জায়গা থেকে লাইভ করেন। সেখানে তিনি একেবারে উত্তরপাড়া ঘরের ছেলে। উত্তরপাড়ার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে, কোতরং পুরসভা, কোন্নগর পুরসভা ও তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত নবগ্রাম, কানাইপুর ও রঘুনাথপুর নিয়ে গঠিত এই বিধানসভা। হুগলি জেলার প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র সমৃদ্ধ তার ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং গঙ্গা তীরবর্তী শিল্পাঞ্চলের জন্য। এই এলাকার রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর থেকেই এখানে একটি শক্তিশালী বামপন্থী মনন তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণির আধিক্যের কারণে সিপিআই(এম) দীর্ঘকাল এই কেন্দ্রটি শাসন করেছে। শ্রমিকদের অধিকার এবং ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রিক রাজনীতি উত্তরপাড়ার রাজনৈতিক চালচিত্র নিয়ন্ত্রণ করত। তবে শিল্পে মন্দা এবং কারখানাগুলি একের পর এক বন্ধ হতে শুরু করলে বামেদের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ ঘটে। ২০০৬ ও ২০১১ সালের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এই শূন্যস্থান পূরণ করে এবং উত্তরপাড়াকে নিজেদের দুর্গে পরিণত করে। আপাদমস্তক শহুরে আসন হলেও, তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত থাকায়, গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্কও রয়েছে।

এই কেন্দ্রে মাত্র ০.৩১ শতাংশ গ্রামীণ ভোটার। ৯৯.৬৯ শতাংশ শহুরে ভোটার। ২০২১ সালে উত্তরপাড়ায় মোট ভোটার ছিল ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮১৪ জন। ২০১৯ সালে ছিল ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৫ ও ২০১৬ সালে ছিল ২ লক্ষ ৪২ হাজার ১৬৫ জন। শহুরে কেন্দ্র হলেও, ভোটদানের হার বেশি থাকে। ২০১৬ সালে এই কেন্দ্রে ভোটদানের হার ছিল ৭৮.১৪ শতাংশ। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে ৭৭.০৮ শতাংশ ও ২০২১ সালে ৭৬.৯৪ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছিলেন। উত্তরপাড়ার রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, স্বাধীনতার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৮টি ভোট দেখেছে উত্তরপাড়া বিধানসভা। এর মধ্যে ২০০৩ সালের উপনির্বাচনও রয়েছে। অধ্যাপক স্বরাজ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ফলে। ১৯৫১, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে এই কেন্দ্রে সিপিএম জিতেছিল। টানা ৯টি ভোটেই এই কেন্দ্র বামেদের দখলে ছিল। ২০০০ সাল থেকে উত্তরপাড়ায় বামেদের শক্ত লড়াইয়ের মুখে ফেলতে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস। যার নির্যাস, ২০০১ সালে স্বরাজ মুখোপাধ্যায়ের মাত্র ১ হাজার ৭৬৮টি ভোটে জয়। তাঁর প্রয়াণের পরে ২০০৩ সালের উপনির্বাচনে ফের সিপিএম-এর প্রত্যাবর্তন। ২০০৬ সালে এই কেন্দ্রে শেষবার জিতেছিল সিপিএম। যদিও মার্জিন ছিল মাত্র ৮৮৫টি ভোটের।

এরপর ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে যখন তৃণমূল ঝড় তোলে সেই ঝড় থেকে বাদ পড়েনি উত্তরপাড়াও। সেই বছর তৃণমূল প্রার্থী প্রয়াত গায়ক অনুপ ঘোষাল বিরাট মার্জিনে জিতে যান উত্তরপাড়ায়। বামপ্রার্থী শ্রুতিনাথ প্রহরাজকে ৪৩ হাজার ১৯৩ ভোটে হারান। ২০১৬ সালে ফের হেরে যান শ্রুতিনাথ প্রহরাজ। সে বছর তৃণমূল প্রার্থী প্রবীর ঘোষাল ১২ হাজার ভোটের মার্জিনে জয়লাভ করেন। ২০২১ সালে প্রবীর ঘোষাল বিজেপি-তে চলে যান। বিজেপির টিকিটে ওই কেন্দ্রেই প্রার্থী হন। তৃণমূল প্রার্থী কাঞ্চন মল্লিক তাঁকে ৩৫ হাজার ৯৮৯ ভোটে হারিয়ে দেন। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী বাছাইয়ে বরাবরই চমক দেখা যায়। প্রতিবারই প্রার্থী বদল হয়ে যায়। একই প্রার্থীকে পরের ভোটে আর টিকিট দেওয়া হয় না। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে কাগজে-কলমে তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে শক্ত অবস্থানেই। টানা তিনবারের জয়ের ধারাবাহিকতা এবং লোকসভা ভোটে স্থির লিড তাদের হাতে রয়েছে। তবে বিজেপি তলায় তলায় প্রভাব বিস্তার করে চলেছে এই উত্তরপাড়ায়। তাদের উত্থানের এই গতি যে কোনও মুহূর্তে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিতে পারে উত্তরাপাড়ার। আর এই লড়াইয়ের মাঝেই সিপিএম রয়েছে কোনও রকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে। ২০২১ সালের বিধানসভা ফলাফল ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাদের পারফর্ম্যান্স ছিল মোটেই নিছক প্রতীকী নয়। বরং মনে করিয়ে দিয়েছে,উত্তরপাড়ায় বামপন্থীরা হয়তো দুর্বল, কিন্তু একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তারা যদি আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়, তবে সব হিসেবই কিন্তু বদলে যেতে পারে। আর এবার যেখানে এই উত্তরপাড়ার রণাঙ্গনে রয়েছেন ‘ক্যাপ্টেন’ মীনাক্ষী।

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে রাসবিহারী কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ড. স্বপন দাশগুপ্ত। সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন বিজেপির সাংসদ কঙ্গনা রানাউত।

প্রচারে পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

ভবানীপুর কেন্দ্রে প্রচারে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী।

প্রচারে সমর্থকদের আবদারে জন্মদিন পালন দুর্গাপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্তের।

প্রচারে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে রাজারহাট গোপালপুরের বিজেপি প্রার্থী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।